এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৩-২০১৪

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

জুলাই,২০১৪

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৩-২০১৪

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, চাটমোহর, পাবনা ।

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর একটি ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতুসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
সূচনা কথা	১
এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র	১
এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ	২
অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকাণ্ড	২
এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ	৩
এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ	৩
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
প্রশাসনিক ইউনিট	৪
প্রশাসনিক	৪
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান	৪
প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম	৪
আইন সংক্রান্ত	৫
রাজস্ব আয়	৬
আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	৭
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট	৮
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	৯
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)	৯
পরিকল্পনা ইউনিট	১১
ডিজাইন ইউনিট	১২
ব্রিজ ডিজাইন সেকশন	১২
ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন	১৩
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট	১৫
প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৫
মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	১৫
মাসিক পর্যালোচনা সভা	১৬
২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	১৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	১৭
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৮
২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৯
২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২০
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	৩৪
২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩৭
২০১৩-১৪ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩৭
২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩৮
২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ	৪০

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো সমূহের সচিত্র প্রতিবেদন 	৪৯
- সড়ক উন্নয়ন	৪৯
- ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৪৯
- গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন	৫১
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৫১
- উপজেলা কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৫২
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	৫৩

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট	৫৫
- রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৫৫
- রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৫

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৫৮
- নগর ব্যবস্থাপনা	৫৮
- অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৮
- নগর সেক্টরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	৬১
- নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম	৬১
- মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প	৬১
- খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প	৬৩
- নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	৬৩
- দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামেনা উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-২	৬৫
- নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৬৮
- রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	৬৯
- নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৭০

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৭২
- দক্ষতাবৃদ্ধি	৭২
- কম্পিউটারাইজেশন	৭২
- পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা	৭৩
- কমিউনিটি মবিলাইজেশন	৭৩
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৭৩
- নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম	৭৩
- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রম	৭৩
- স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৭৩

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭৪
- পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)	৭৫
- বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬
- অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৭৮
- খাদ্য উৎপাদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৮০
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৮২
- জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	৮৩

প্রশিক্ষণ ইউনিট	৮৪
- আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৮৪
- রাজস্ব বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৮৬
- উন্নয়ন বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৮৬
- বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৮৭

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট	**৯০**
মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট	**৯১**
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ	৯১
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি	৯১
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	৯২
মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯২
ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং	৯২
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট	**৯৩**
দারিদ্র্য বিমোচন ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জিত সাফল্য	**৯৬**
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	৯৬
রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	৯৬
কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	৯৮
হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	১০৩
দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম	১০৩
২০১৩-১৪ অর্থবছরের অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগ	১০৩
কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগ	১০৪
সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অংগ	১০৪
লাইভলিহুড প্রটেকশন অংগ	১০৫
মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০৫
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের হিলিপ কর্মএলাকা পরিদর্শন	১০৫
জেন্ডার মূলধারাকরণে 'হিলিপ' এর বিশেষ কার্যক্রম	১০৬
জগন্নাথপুরের গারো সম্প্রদায়ের পাশে 'হিলিপ'	১০৬
মাতৃত্ব ও নারীর দারিদ্র্য	১০৬
নারীর কর্মসংস্থান	১০৬
লভ্যাংশের অর্থে নারী উদ্যোক্তা তৈরী	১০৬
জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	১০৭
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্প	**১১০**
সংক্ষেপে প্রকল্পটির ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কর্মকান্ড	১১০
পূর্ববর্তী পর্যায়ের অর্জন	১১১
দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ	১১২
লোকাল লেভেল প্ল্যানিং	১১২
দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	১১২
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ	১১২
উৎপাদন মুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান	১১২
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	১১৩
নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	**১১৪**
অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন	**১১৭**
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি	**১১৮**

এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড ১২২
- রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা ১২২
- ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ১২৩

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) ১২৪
- ডে-কেয়ার ১২৪
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন ১২৫
- জেন্ডার কার্যক্রমে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান ১২৬

কাইজেন কার্যক্রম ১২৮

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ১২৯
- লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা ১২৯

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ জেলায় চিলা নদীর উপর ১০০ মিটার দীর্ঘ এবং দয়াকান্দা খালের উপর ৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিলেট জেলায় সুরমা নদীর উপর ২৯৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন এবং পিয়াইন নদীর উপর ৩৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর উপর পাইলিং ঘাটে একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ সেতু ও ডাফলাপাড়া ঘাটে একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পটুয়াখালী জেলায় বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর একটি ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩০
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার সেতু ও সাঘাটা উপজেলাধীন কাঁটাখালী নদীর উপর ৩৬০ মিটার দীর্ঘ অপর একটি পিসি গার্ডার সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩১
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট রাজশাহী'র ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৩১
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর পারুলিয়া সড়কে খিরু নদীর উপর ১০০ মিটার ব্রিজ, ৪৫মিটার সেতুসহ লতিফপুর ভাওয়াল মির্জাপুর জিসি সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন এবং কালিয়াকৈর উপজেলাধীন নবনির্মিত ২টি সরকাররি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন ১৩১
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের শুভ উদ্বোধন ১৩১
- নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ঈঈজওচ প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন ১৩১
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গএঝচ প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন ১৩১
- ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৪.১০ কোটি টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ১৩২
- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এলজিইডিতে দোয়া-মাহফিল ১৩২

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডির অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা ১৩৩
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে Annual Performance Recognition Award প্রাপ্তি ১৩৩
- ইফাদ প্রবর্তিত জেন্ডার এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পেলো সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ১৩৩

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	Islamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund

JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency
KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau
LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
HILIP	-	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	Lum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
PSSWRSP	-	Participatory Small Scale Water Resources Sector Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

সূচনা কথা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণকে সেবা প্রদান ও সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, এ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নেও এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে সুফল পৌছে দেয়াই এলজিইডি'র মূল নীতি। এভাবেই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনমানুষের, বিশেষ করে হত-দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্বাবলী পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং এর ক্রমে প্রণীত ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সমগ্র দেশে সুষম উন্নয়নে এলজিইডি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল এবং বৈদেশিক আর্থিক সহায়তাই এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মূল আর্থিক উৎস। এই প্রতিবেদনে মূলতঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের বাৎসরিক অর্জনকে অভিক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং ব্যয়িত অর্থের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, রাজস্ব অর্থে পরিচালিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, এলজিইডি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কার্যক্রমের গুণগত মান রক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিচালিত এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা এই প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে।

এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

	এলজিইডি'র প্রধান প্রধান দায়িত্বাবলী

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সাধারণতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এরূপ এলাকা ও অবকাঠামোভিত্তিক অঙ্গসমূহের বিবরণ সম্বলিত এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের অংগসমূহ

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
সড়ক,ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার ঘাট/জেটি নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ,ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ	সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ বাজার উন্নয়ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	স্লুইস গেট নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ খাল খনন ও পুনঃখনন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ-

এলজিইডি'র অধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রধান প্রধান ভৌত কর্মকান্ড

অংগের নাম
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বাজার উন্নয়ন ল্যান্ডিং ষ্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ রেগুলেটর নির্মাণ ড্রেন নির্মাণ/পুনঃখনন/মেরামত ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ চর এলাকায় সাইক্লোন সেল্টার ও কিল্লা নির্মাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২/৩ কক্ষ সম্প্রসারণ পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রাপ্ত মোট আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ৮,৯৮৬.৫২ কোটি টাকা। প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে ৮,৯০৪.৯০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (৬০,০০০ কোটি টাকা) শতকরা ১৪.৯৮ ভাগ। নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের আনুপাতিক হার প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

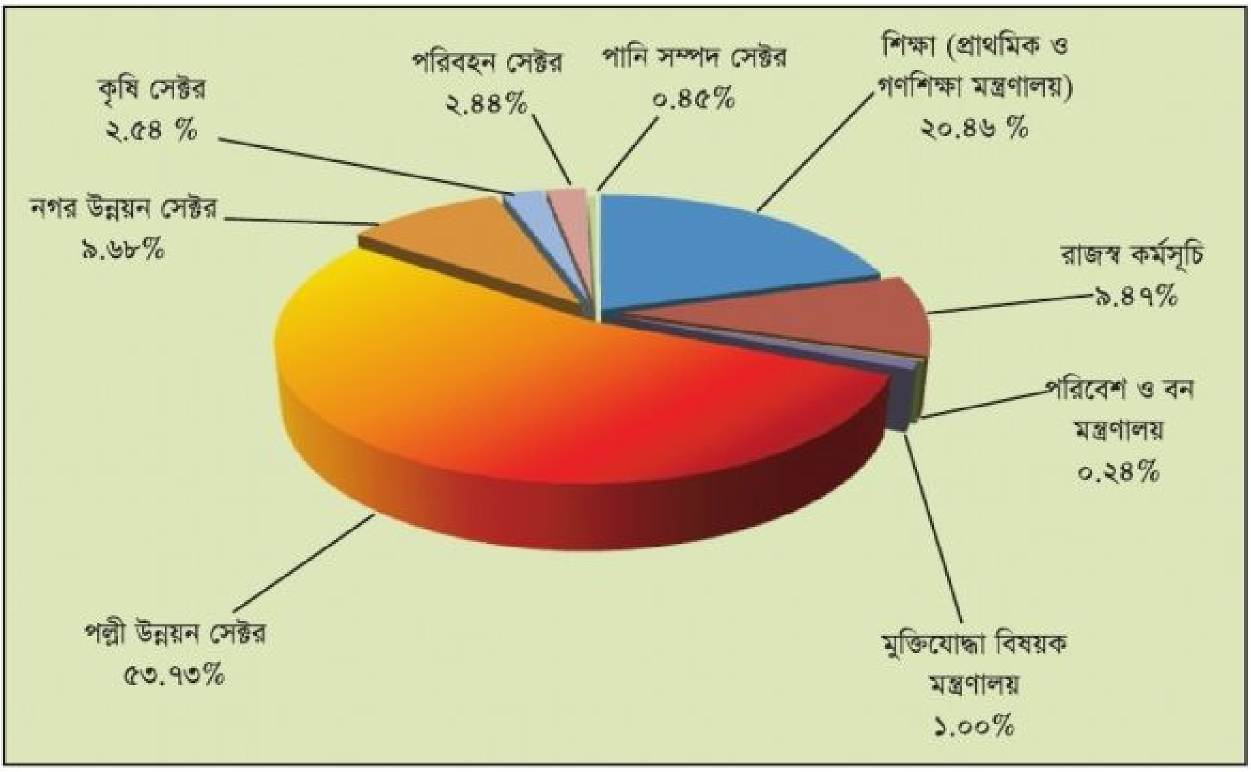

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ

অর্পিত দায়িত্বাবলী সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে এলজিইডি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য নিচে প্রদত্ত বক্সে প্রদর্শিত এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ১১টি ইউনিটের প্রত্যেকটির সক্রিয়তা এবং পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এবং এগুলির যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১। প্রশাসনিক
২। ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)
৩। পরিকল্পনা
৪। ডিজাইন
৫। প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন
৬। রক্ষণাবেক্ষণ
৭। নগর ব্যবস্থাপনা
৮। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন)
৯। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
১০। প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
১১। প্রকিউরমেন্ট

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ

প্রশাসনিক ইউনিট

প্রশাসনিক

এলজিইডি'র উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সুষ্ঠু পালনের স্বার্থে এলজিইডি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৭জন (মোট জনবলের ১.৯৬%), রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের নব সৃষ্ট পদে ২৮জন (মোট জনবলের ০.২৫%), ১৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২৬জন (মোট জনবলের ১.১৩%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২জন (মোট জনবলের ১১.৫৮%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪জন (মোট জনবলের ১.৮৪%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২১১জন (মোট জনবলের ৮৩.২২%), অর্থাৎ সর্বমোট ১১,০৬৮জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পদোন্নতি ও নতুন নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

২ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

১২জনকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে সহকারী প্রকৌশলী/ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

৯৫জন সার্ভেয়ার এবং ১০৫ জন ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগের ছাড়পত্র চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

৪৫জন হিসাব সহকারীকে হিসাবরক্ষক পদে এবং ১জন অফিস সহকারী ও ১জন অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটরকে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

নতুন নিয়োগ ঃ

- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে মাষ্টার রোল ভিত্তিতে নিয়োজিত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান পদধারী মোট ৩জনের চাকুরী রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের মাধ্যমে পদায়ন করা হয়েছে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পরিদর্শন টীম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ সময়ে এলজিইডি'র ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ২২টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে ২জন শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৮জন অব্যাহতি পেয়েছেন এবং ১২টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এলজিইডি'র ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৪৭টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে মোট ৩২জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ৫জনের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং ১০টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত পরিচালনা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলাসমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২২	৮	২	১২

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৪০	২৮	৪	৮
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	৭	৪	১	২
মোট		৪৭	৩২	৫	১০

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় পরিলক্ষিত ব্যর্থতার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে কৈফিয়ত তলব করা হয়, যার তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	৫৭
২)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৫৫
৩)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	১২
	মোট	১২৪

আইন সংক্রান্ত

এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের যাবতীয় আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (প্রশিক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও আইন) তত্ত্বাবধানে আইন শাখার দ্বারা সমন্বিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এই দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ লঙ্ঘন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণ, এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা লঙ্ঘনজনিত কারণে দরপত্রের আইনগত সমস্যাগুলো ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সেগুলির যথাযথ সমাধানের স্বার্থে ২০০৯ সালে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে পৃথক একটি আইন শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, দুই জন সহকারী প্রকৌশলী, একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে আইন শাখার যাবতীয় মামলা/মোকদ্দমা পরিচালনা ও অন্যান্য কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত উন্নয়ন কাজে বাধা, প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে আত্মীকরণ, চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ লঙ্ঘনজনিত প্রদত্ত বিভাগীয় শাস্তির বিপক্ষে এলজিইডি'কে পক্ষভুক্ত করে আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা বর্তমানে ৫০৬টি যেগুলির ২৯৯টি মোকদ্দমা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হলেও ২০৭টি মামলা এখনও চলমান। চলমান মামলাগুলির ১০১টি রাজস্বখাতে আত্মীকরণ ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত এবং ১০৬টি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কিত। উন্নয়ন সংক্রান্ত মামলাগুলি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে আত্মীকরণ, চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ, আত্মীকরণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ৬০টি মামলা হাইকোর্ট ডিভিশনে দাখিল হয়েছে। পূর্বের দাখিলকৃত ২০টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। বাকিগুলি বর্তমানে বিচারাধীন।

এছাড়া, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অসদাচরণ এবং উন্নয়নমূলক কাজে ত্রুটির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করার প্রেক্ষিতে তারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২২টি মামলা দায়ের করেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

রাজস্ব আয়

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৮৮.৯৩ কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন - দরপত্র বিক্রী, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/ রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ১৭৭.৩৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.৯৪% কম। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সিডিউল বিক্রির অর্থ সিপিটিইউ-এ জমা করার কারণে (নিচে প্রদত্ত সারনির ৯ নং ক্রমিকের টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র বিক্রয় খাতে) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রকৃত আয় কম হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভুক্তি)	৫,০০,০০	১,৭৫,১৯	৩৫.০৩%
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	৭,০০,০০	৫,২১,৮৩	৭৪.৫৪%
৩	জরিমানা ও দন্ড	১২,০০,০০	১৩,৩৯,৩০	১১১.৬০%
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৬,০০,০০	৪,৫৭,৬৪	৭৬.২৭%
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৬০,০০,০০	৬৪,০৩,৪২	১০৬.৭২%
৬	পরীক্ষণ ফি	৩০,০০	৫৫,০৫	১.৮৩%
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	৩,০০	১২,৬৭	৪২২.৩৩%
৮	যন্ত্র ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	৩০,০০,০০	২০,৭৬,৫০	৬৯.২১%
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র	৫৫,০০,০০	২৬,৪৭,০৬	৪৮.১২%
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্ক্রাপ ইত্যাদি বিক্রী	১,০০,০০	১৮,১৯,৭৬	১৮১৯.৭৬%
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	৫,০০,০০	৬,৯৩,৯৯	১৩৮.৭৯%
১২	অনাবাসিক ভবনসমূহের ভাড়া	০	১৬,১৯	১০০%
১৩	আবাসিক ভবনসমূহের ভাড়া	৬০,০০	৭৫,৩৩	১২৫.৫৫%
১৪	বিবিধ রাজস্ব	৭,০০,০০	৮,৬১,৩৩	১২৩.০৪%
১৫	অনান্য	০	৫,৭৮,৬৯	১০০%
	মোট=	১,৮৮,৯৩,০০	১৭৭,৩৩,৯৫	

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

বরাদ্দকৃত সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর এলজিইডি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে এলজিইডি'র বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ FAPAD (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর) -এর সাথে এবং জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের (Works Audit) সাথে সমন্বয় করে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। অডিট আপত্তির গুরুত্ব ভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত অনিস্পন্ন ৩৩৭টি এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নতুন ১২২টিসহ মোট ৪৫৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১২৮টির নিস্পত্তি হয়েছে এবং ৩৩১টি অনিস্পন্ন আছে।
- জিওবি প্রকল্পের মোট ৪৪০টি আপত্তির মধ্যে ৯৬টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৩৪৪টি।
- পূর্ত অডিটের (জেলা পর্যায়) মোট ১,৮০১টি আপত্তির মধ্যে ১৬৮টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আছে ১,৬৩৩টি।

এলজিইডি'র সূচনাকাল থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তির ধরন	আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তির সংখ্যা	অনিস্পত্তির সংখ্যা	সম্পৃক্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অডিট আপত্তি	৫,৪২০	৫,০৮৯	৩৩১	২৫০.২২
পূর্ত কাজের অডিট আপত্তি (জেলা পর্যায়)	৭,১০৩	৫,৪৭০	১,৬৩৩	১,৪৭০.৯০
পূর্ত কাজের অডিট আপত্তি জিওবি (প্রকল্প)	৮৫৩	৫০৯	৩৪৪	১,০২২.২৬
মোট	১ ৩,৩৭৬	১১,০৬৮ (৮৩%)	২,৩০৮	২,৭৪৩.৩৮

ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেশে বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সব সময় প্রশংসিত হয়েছে। এ সফলতার পিছনে অন্যান্যের মধ্যে একটি অন্যতম নিয়ামক শক্তি, প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের সংগে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। Information and Communication Technology (ICT)'র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবিত করে আসছে। সারাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ বিষয়ক কার্যাদি গতিশীল ও কার্যকর করতে এলজিইডি'র MIS ও GIS ইউনিট ICT ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

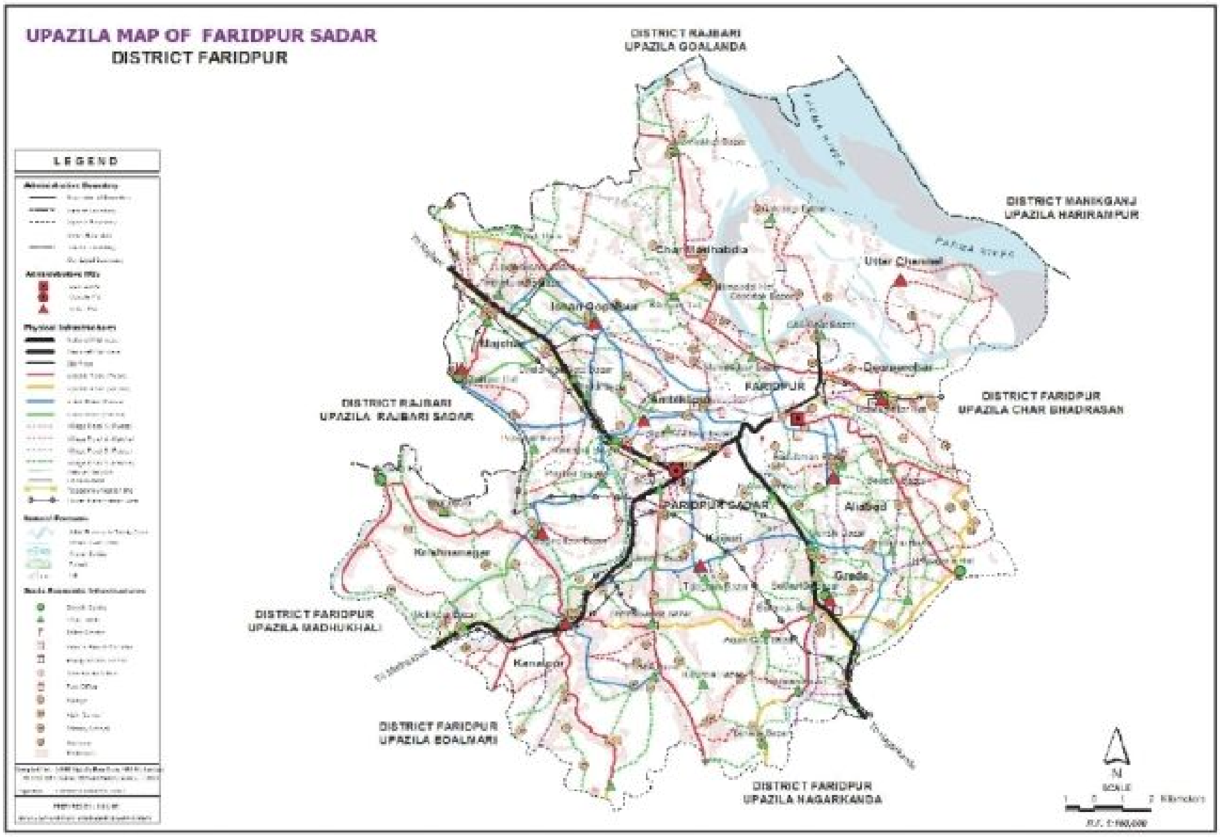

দেশের সকল জেলা/উপজেলায় ব্যবহৃত উপজেলা ম্যাপের একটি নমুনা

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে এলজিইডি'র সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে MIS Section গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই সেকশন নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলি সম্পাদন করেছে।

১) এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা দ্রুত এবং সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য 'ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল' (www.lged.gov.bd) নিয়মিত Upgrade করা হচ্ছে। সম্প্রতি 'ওয়েবসাইট'টিতে জেলা ও প্রকল্প পর্যায় থেকে বিকেন্দ্রিকভাবে তথ্য হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২) সরকারের নীতিমালা ও তথ্য কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক এলজিইডি'র 'ওয়েবসাইট'টি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এলজিইডি'র সকল তথ্য আরও সহজভাবে জনসাধারণের কাছে পৌছানো যাবে।

৩) এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের উন্নয়ন কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

৪) এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকুরি সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Personal Management Information System (PMIS) সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এই PMIS সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সফটওয়্যার অচিরেই এলজিইডি'র সকল স্তরে ব্যবহার করা হবে।

৫) Local Area Network (LAN)- এর অওতায় বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রায় ১২০০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। নেটওয়ার্ক সচল রাখতে নিয়মিত কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। e-Tendering এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।

৬) এলজিইডি সদর দপ্তরে 15mbps গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে প্রায় ১২০০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ইন্টারনেট সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৭) এলজিইডি'র নিজস্ব Domain-এ সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল কার্যালয়ে ই-মেইল ব্যবহার করে তথ্য দ্রুত এবং সহজভাবে আদান-প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে দ্রুত জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য 'এসএমএস সার্ভিস' কার্যকরভাবে চলছে।

৮) এলজিইডি সদর দপ্তরে Proxy Server ও Central Anti-Virus ব্যবহার করা হচ্ছে, যে কারণে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT বিষয়ে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া e-GP বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ICT ইউনিটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুবিধাসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে এলজিইডি'র GIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র GIS সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

১) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলজিইডিতে বিদ্যমান GIS ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পাশাপাশি উপজেলা ও জেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। এসব ম্যাপ এলজিইডি ছাড়াও অন্যান্য ২২টি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়েছে।

২) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের স্কুল ডাটাবেজ এর সাথে GIS ডাটাবেজ পাইলটিং হিসেবে সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে সকল উপজেলার জন্য করা হবে। সন্নিবেশিত এ ডাটাবেজ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ তৈরী করা যাবে, যা স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।

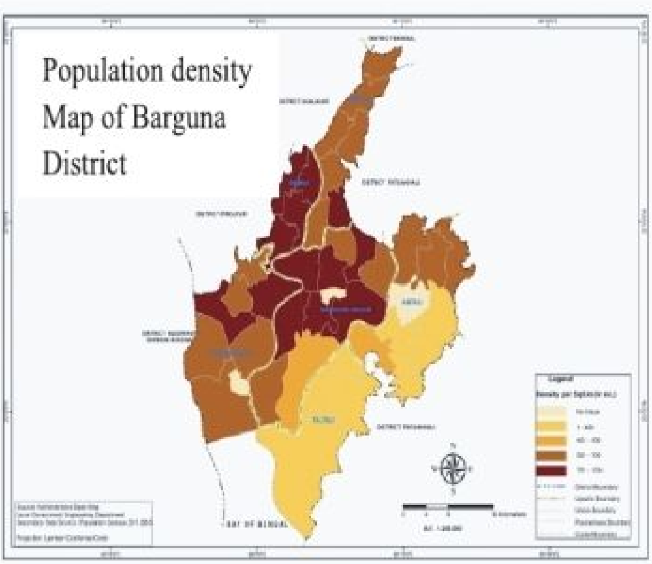

৩) এলজিইডি'র GIS সেকশনে বিদ্যমান প্রশাসনিক বাউন্ডারীর (মৌজা লেভেল পর্যন্ত) সাথে ২০১১সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সারাদেশের জনসংখ্যার তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৪) এলজিইডি'র ECRRP প্রকল্পের জন্য ৩০৭টি সাইক্লোন শেল্টার-এর থিমেটিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য চাহিদা অনুযায়ী ম্যাপ Customize করা হয়েছে। এর মধ্যে ''উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)" -এর জন্য ১৪১টি ম্যাপ, নরদার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর জন্য ১৪টি ম্যাপ এবং রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ -এর জন্য ২২টি ম্যাপ উল্লেখযোগ্য।

৬) এলজিইডি এবং IRRI এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত Study কাজে দেশের সকল মৌজা বাউন্ডারীর সাথে Agricultural Census 2008 -এর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া Rapid Eye স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে খুলনা ও বরিশাল জোনের নদী-নালা ও পুকুরের তথ্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭) High Resolution স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে পাইলটিং হিসেবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের Land Classification করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ইউনিট

দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প/কর্মসূচি সনাক্তকরণ ও প্রণয়ন পরিকল্পনা ইউনিটের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ ইউনিট থেকে মূলতঃ তিন ধরণের প্রকল্প অর্থাৎ বিনিয়োগ প্রকল্প, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলি হচ্ছে প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সংগে দ্বৈততা পরিহার, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত সরকারী ডকুমেন্টসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

1. Rural Development Strategy 1984
2. Rural Infrastructure Strategy Study 1996
3. National Rural Development Policy 2001
4. National Land Transport Policy 2004
5. Urban Management Policy Statement 1999
6. National Water Policy 1997
7. Sixth Five Year Plan (2011-15)
8. Perspective Plan (2010-21)
9. Rural Road Master Plan

প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী যেমন উন্নয়ন প্রকল্প ছক (ডিপিপি), সমীক্ষা/জরীপ প্রস্তাবের ছক এবং কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (টিএপিপি) প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সকল প্রস্তাব / ছকের সংশোধনের কাজ পরিকল্পনা ইউনিট করে থাকে। তাছাড়া, দাতা সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা এই ইউনিট গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডি'র সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা মোট ২৭টি যেগুলির মোট প্রকল্প ব্যয় ৮,৪১২.০২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে গৃহীত ১৯টি প্রকল্প এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮টি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় যথাক্রমে ৩,১২৩.৬৩ কোটি টাকা এবং ৫,২৮৮.৩৯ কোটি টাকা। উক্ত ২৭টি প্রকল্পের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ১৮টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৯টি প্রকল্প রয়েছে।

এছাড়া, এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯টি বৈদেশিক মিশনের সাথে প্রি-ফিজিবিলিটি/ ফিজিবিলিটি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি অন্যান্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রকল্পের পাশাপাশি দু'টি বিশেষ ধরনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে " Bangladesh Trade and Transport Studies Project : Bangladesh Hill Tracts Connectivity Part " প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের একটি সংযোগ সড়ক তৈরীর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হচ্ছে। এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারিগরী দক্ষতা বাড়ানোর জন্য জাইকা'র অর্থায়নে "Initial Preparatory Study for Setting up of a Construction Training Center for the Technical Staff of LGED & LGI's" নামে অন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প বর্তমানে চলমান আছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের "Climate Change Trust Fund (CCTF)"-এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র ৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার ব্যয় প্রায় ৪১ কোটি টাকা।

ডিজাইন ইউনিট

রাজশাহী সার্ভে ইন্সটিটিউট হোস্টেল বিল্ডিং

এলজিইডি'র "ডিজাইন ইউনিট" কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপঃ

- ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌর ভবন ইত্যাদিসহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন দান; বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;
- মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কারিগরী পরামর্শ প্রদান, এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন
- আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, গাইডলাইনস, Standards for Bridge Design in LGED, LGED Schedule of Rates এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ;

ব্রিজ ডিজাইন সেকশন

এই ইউনিটের ব্রিজ ডিজাইন সেকশন নিজস্বভাবে এবং পরামর্শকগণের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক ডিজাইনের কাজ সম্পাদন করেছে যা নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত ব্রিজ ও আনুষাঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধে ব্রিজ	এলজিইডি	০১টি
২	৩০০ মিটারের উর্ধে এবং ৪০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	০১টি
৩	২০০ মিটারের উর্ধে এবং ৩০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	০১টি
৪	১০০ মিটারের উর্ধে এবং ২০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	০৪টি
৫	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	৯৮টি
৬	কজওয়ে	এলজিইডি	০৫টি
৭	বক্স কালভার্ট	এলজিইডি	০৯টি
৮	ব্রিজ/স্লোপ সুরক্ষা কাজ	এলজিইডি	২৬টি
৯	পূর্বে প্রণীত ব্রিজ ডিজাইনের সংশোধন	এলজিইডি	১৫টি
১০	ব্রিজ মেরামতকরণ	এলজিইডি	০৪টি
	মোট	-	১৬৪টি

	২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজ/আনুষাঙ্গিক অবকাঠামোর ডিজাইন যাচাইকরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধে ব্রিজ	এলজিইডি	০৩টি
২	৩০০ মিটারের উর্ধে এবং ৪০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	০৩টি
৩	২০০ মিটারের উর্ধে এবং ৩০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	০৩টি
৪	১০০ মিটারের উর্ধে এবং ২০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	১৫টি
৫	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	১৮টি
	মোট	-	৪২টি

ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন

পূর্ত অবকাঠামোর ভবন ও সড়ক সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম এলজিইডি তার 'ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন'-এর মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

	২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত/ডিজাইন যাচাইকৃত বিল্ডিং স্কীমের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন কেন্দ্র	এলজিইডি	০১টি
২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য সুইপার কলোনী	এলজিইডি	০১টি
৩	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম	এলজিইডি	৩৫টি
৪	নব সৃষ্ঠ ও নদী ভাঙ্গনে বিলীন উপজেলা কমপ্লেক্স প্রশাসনিক ভবন, ডরমিটরী ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, হলরুম, চেয়ারম্যান ও ইউএনও কোয়ার্টার	এলজিইডি	০৫টি
৫	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	এলজিইডি	১১৫টি
৬	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, পাঠাগার ও রেষ্টহাউজ	এলজিইডি	০১টি
৭	সার্ভে ইন্সটিটিউট, রাজশাহী	এলজিইডি	০৩টি
৮	বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	এলজিইডি	০২টি
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র অফিস ভবন	এলজিইডি	০১টি
১০	ষ্টীল ফ্যাব্রিকেটেড গ্যারেজ ভবন	এলজিই ডি	০১টি
১১	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প	এলজিইডি	২৮টি
১২	৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম	জেলা পরিষদ	০১টি
১৩	হোষ্টেল ভবন	জেলা পরিষদ	০১টি
১৪	মসজিদ	জেলা পরিষদ	০১টি
১৫	ডাক বাংলো/ডাক বাংলোর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	জেলা পরিষদ	০১টি
	মোট	-	১৯৭টি

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক উল্লেখিত তালিকার বাইরেও অবকাঠামোর প্রাক্কলন ও ডিজাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়, ময়মনসিংহ

বর্তমানে বিভিন্ন পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত বিল্ডিং, ব্রিজসহ যে কোন অবকাঠামো ডিজাইনে Structural Analysis & Design Software ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে যে কোন ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রে যথাযথ কারিগরি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট

সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের সময়মত সুষ্ঠু বাস্তবায়নসহ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ন ইউনিট-এর দায়িত্ব অপরিসীম। এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করে। একই সঙ্গে কর্মকান্ড বাস্তবায়নকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত এবং সঠিক সময়ের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারেও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে পৃথকভাবে উপদেশ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা এই ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কিত নিচে বর্ণিত কার্যাবলী ও দায়িত্ব পরিচালনা ও পালন করে ঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) প্রকল্পসমূহের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এবং সেগুলো চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে পাঠায়। তাছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে এসব তথ্য ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতেও সরবরাহ করে।

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/সংস্থায় পাঠায়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission -এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ ছাড়াও DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

এলজিইডি'র বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত IBAS Software এ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট পাঠায়।

মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টীমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, গুণগতমান রক্ষাসহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোন জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিবীড় তদারকি করে থাকে।

মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের ADP ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ২৭-২৮ জানুয়ারী ২০১৪ সময়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে ২৭ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এলজিইডি'র সকল প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, জুন ২০১৪ তে সমাপ্য ১৪টি প্রকল্প, জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অবকাঠামোর অগ্রগতি, অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনসহ এলজিইডি'র কর্মকান্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়। পরিদর্শন টীম কর্তৃক চিহ্নিত ত্রুটিপূর্ণ স্কীম সংশোধন করা হয়নি এমন ক্ষেত্রে সংশোধনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত সম্পন্নের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়।

সভায় সভাপতির ভাষণে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় এলজিইডি'র প্রকৌশলীগণকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতার ছাপ রাখার মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক এ যাবৎ অর্জিত সুনাম এবং সুখ্যাতিকে সমুন্নত রাখার আহবান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এলজিইডি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জাতীয় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন এবং ক্ষমতাসীন সরকারের রূপকল্প-২০২১ তে প্রতিশ্রুত দিন বদলের সনদকে পূর্ণরূপ দানে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রাখবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সময়ে বিভিন্ন জেলায় সফরকালে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, অর্থ প্রবাহ, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদির সামগ্রিক চিত্রসহ সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকার জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৩৬৯টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি-সংশ্লিষ্ট মোট ২৫১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ২২টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ২৬টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ১৯টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৬৭টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ৪৯টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ৬৮টি।

পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

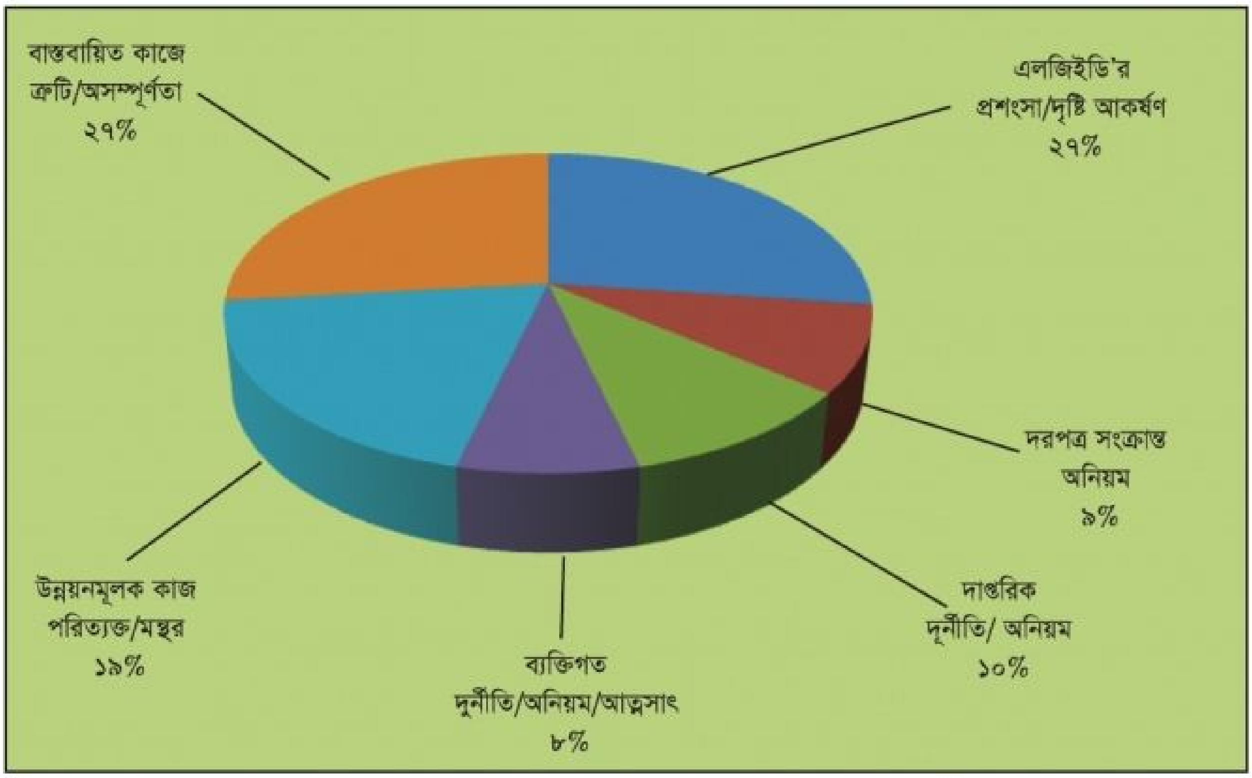

প্রকাশিত ২৫১টি সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ৩৩টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ৩৬টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় এবং ৩২টি অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ৪০টির ক্ষেত্রে জুন ২০১৪ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ৪৭টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ৬৩টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

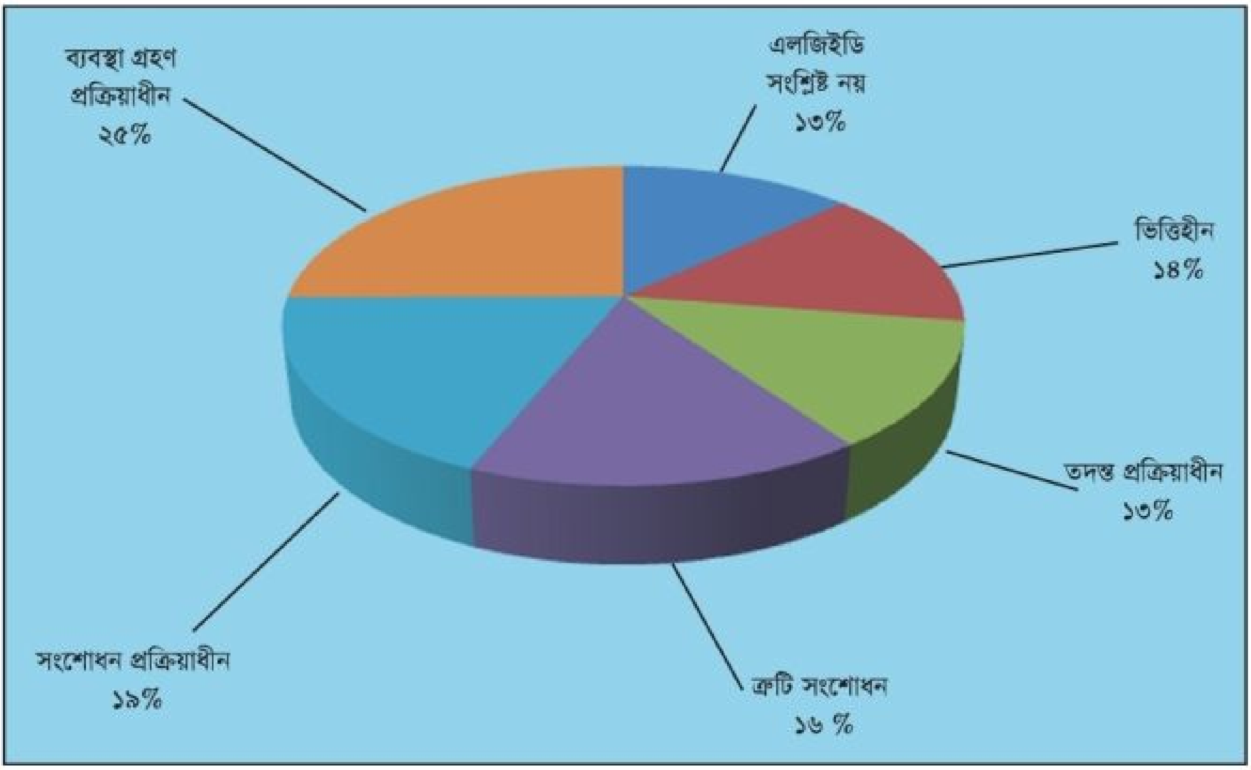

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪টি পরিদর্শন টীম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ১৯টি পরিদর্শন টীম এবং ১৪টি অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪টি পরিদর্শন টীম উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টীম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ৭৩১টি যার মধ্যে ২৭৯টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয় যার মধ্যে ২০০টি জুন ২০১৪ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৯টি স্কীমের ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ১০০০টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৬২৯টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের নিবীড় তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,১৬৭টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩৮২টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার সবগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৭০টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২৪টি, কৃষি সেক্টরে ৩টি এবং পরিবহন সেক্টরে ৩টিসহ সর্বমোট ১০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ১৬টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত The Public Procurement Act,2006 এবং The Public Procurement Rules,2008 (PPR-2008) অনুসরণে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অনুচিত্র এবং সারনির মাধ্যমে নিচে প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থায়ন ভিত্তিক সংখ্যা ও বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

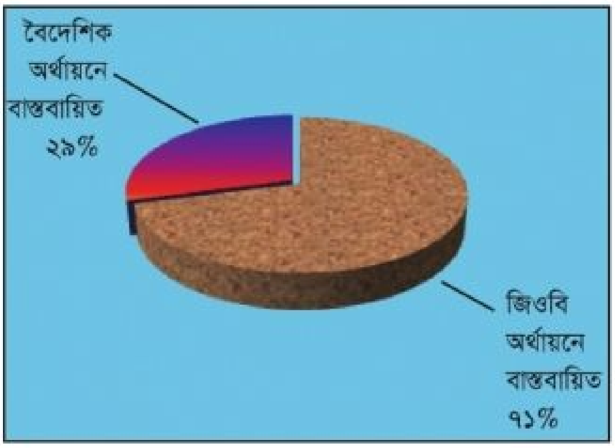

প্রকল্প সংখ্যা

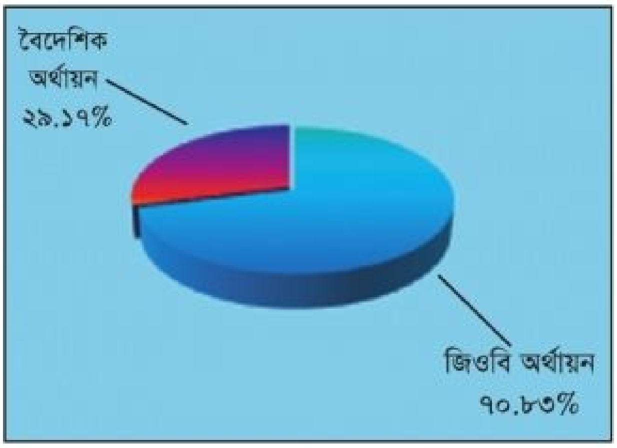

বরাদ্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৭০	৪,৮২৩.১৫	৪৭৯৫.৫৭ (৯৯.৪৩%)	৪৭৬৯.৫৫ (৯৮.৮৯%)	৯৯.১৪%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	২৪	৮৬৯.৫৬	৮৬৪.৫৪ (৯৯.৪২%)	৮৬২.৪৫ (৯৯.১৮%)	৯৯.২২%
(৩)	কৃষি	৩	১৯৬.১৫	১৯৬.১৫ (১০০%)	১৯৬.০৪ (৯৯.৯৪%)	১০০%
(৪)	পরিবহন	৩	২১৮.২৫	২১৮.২৫ (১০০%)	২১৮.০৯ (৯৯.৯৩%)	১০০%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		১০০	৬১০৭.১১	৬০৭৪.৫১ (৯৯.৪৭%)	৬০৪৬.১৪ (৯৯%)	৯৯.২১%

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বর্ণিত ১০০ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

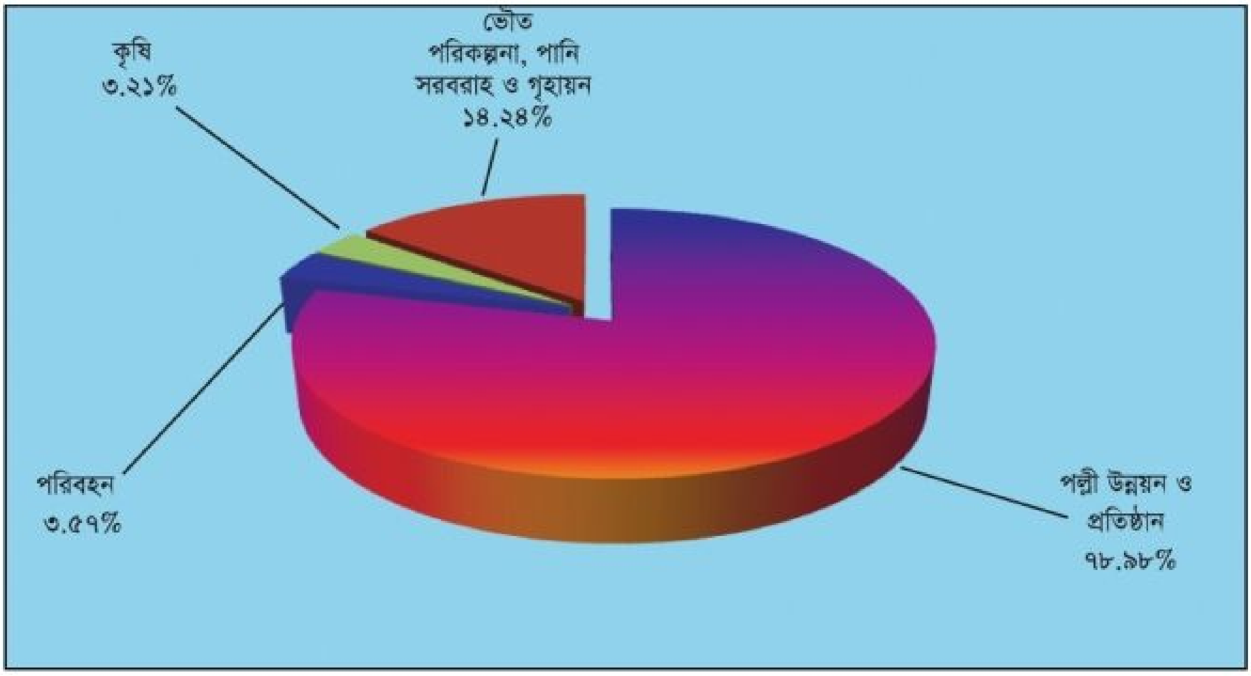

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	৮৮৬.০০	৮৮৬.০০	১০০%	১০০%	IFAD
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	৬৮১.০০	৬৭২.৩৮	১০০%	৯৮.৭৩%	Govt. of Japan & GoB
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	৭৫০০.০০	৭৪৮৫.৩৭	১০০%	৯৯.৮০%	GoB
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১৫০০.০০	১৪৯৯.২৪	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী -২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩) অবকাঠামো পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	৪০৩৮.০০	৪০২৮.৪৩	৯৯.৭৬%	৯৯.৭৬%	DANIDA
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	৩৮০০.০০	৩৭৩৩.৭৩	৯৯.৫২%	৯৮.২৬%	IDB
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৭৫৫০.০০	৭৫৪৫.৮৯	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৫৪৭৮.০০	৫৪৭৫.৬৬	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
৯	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৫৫০০.০০	৫৪৮৬.৪৫	১০০%	৯৯.৭৫%	GoB
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৫০০০.০০	৪৯৭৭.০৮	১০০%	৯৯.৫৪%	GoB
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৭৯	১০০%	১০০%	GoB
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা)। (১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	৪৭৬৭.০০	৪৭৬৬.৬৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২৯৯৭৫.০০	২৮৬৪৩.০৫	৯৭%	৯৫.৫৬%	IDA
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর,	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৪৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোডপ্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় /মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	১৪০০০.০০	১৩৯৯৯.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৩৯৭৫০/ জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৬	৭০০০.০০	৬৯৯১.২১	১০০%	৯৯.৮৭%	GoB
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৫)	৮৮৮০.০০	৮৮৭৯.৫৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GoB
১৯	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১২৩৯৯৫.০০	১২৩৯৯৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৬	৫০০০.০০	৪৯৯৭.০৭	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৪%	GoB
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	২৫০০০.০০	২৪৯৯৯.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)প্রকল্প। (১৬৮৮১৫/ জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৩৩৫০০.০০	৩৩৪৫০.২৬	১০০%	৯৯.৮৫%	JICA
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে জুন/২০১৪	৪০০০.০০	৩৯৯৩.৮৯	১০০%	৯৯.৮৫%	GoB
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	৭৬৩০.০০	৭৬২৯.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৬৩৯/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৪	৫৫০০.০০	৫৪৯৩.৬০	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোডপ্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় /মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৬৯৩০০/ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৫	১৭৫৮০.০০	১৭৫৭৯.৮৪	১০০%	১০০%	GoB
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে জুন/২০১৬	৩৫০০.০০	৩৪৯৫.৭২	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন। (২৩৭৭/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৪	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৯	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৯২	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৫	৬০০০.০০	৫৯৯৪.৮১	৯৯.৯১%	৯৯.৯১%	GoB
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৫	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৮৫	১০০%	১০০%	GoB
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৬	১৪১৬৯.০০	১৪১২৩.০৭	১০০%	৯৯.৬৮%	ADB KFW JFPR
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৭	৭২০০.০০	৭১৯৩.৩৭	১০০%	৯৯.৯১%	GoB
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	২০০০.০০	১৯৮০.৩২	১০০%	৯৯.০২%	GoB
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোডপ্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় /মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	৭৫৫২.০০	৭৫৩২.২৮	১০০%	৯৯.৭৪%	GoB
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) । (৭৮০০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা) । (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৬	৩০০০.০০	২৯৯৭.৬০	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৬	৭০০০.০০	৬৯৭০.৩৭	১০০%	৯৯.৫৮%	GoB
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প । (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১৪০৬০.০০	১৩৪২৯.৫৫	৯৬.০২%	৯৫.৫২%	WFP
৪১	৫০৬২- Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৪	২৫.০০	২৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । (৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯	৯০০০.০০	৮৮৩৪.৯৮	১০০%	৯৮.১৭%	IFAD STF
৪৩	৫০৫৭-Rural Transport Improvement Project -2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭	২১৫০০.০০	২১৩২৪.৪১	৯৯.১৮%	৯৯.১৮%	IDA
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট । (১২৩০০০/জানুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	৪৬৫০.০০	৪৬৪২.২৮	১০০%	৯৯.৮৩%	ADB
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ । (২৪৫২/জানুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১৫০০.০০	১৪৯৯.২৫	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (৪৪৮৯/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৪৭	৫০৬৬-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প । (৮৯/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	৪৫.০০	৪৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৮	৫০৬৭-Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প । (৮৪/জানুয়ারী/২০১৩ হতে মে/২০১৪)	৮০.০০	৮০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (১৭০০/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫০	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতেজুন/২০১৯)	৩৭৬৮.০০	১১৬৮.১৫	৩৫%	৩১%	JICA
৫১	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২০৭৯/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	JICA
৫২	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনাইলাই-সিংহঝুরি ইউপি ভায়া বৈকন্ঠপুর-বালিয়াবাদ্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প । জানুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৩	১০৭.০০	১০৫.৯৪	১০০%	৯৯.০১%	JICA
৫৩	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প । (১১০/ ফেব্রুয়ারী/ ২০১৩ হতে মার্চ/২০১৪)	১১০.০০	১১০.০০	১০০%	১০০%	JICA

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড -প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৪	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%	JICA
৫৫	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	৯৪২১.০০	৯৩৯৫.৬৭	১০০%	৯৯.৭৩%	EU
৫৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	২০০.০০	১৯৬.১৫	৯৯%	৯৮.০৮%	GoB
৫৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/জুলাই/ ২০১৩ হতে জুন/২০১৭	৯৫.০০	৯২.৩০	১০০%	৯৭.১৬%	USAID
৫৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	২০৭০.০০	২০৬৯.১৩	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%	GoB
৫৯	Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) (২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	২০৭০.০০	২০৬৯.১৩	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%	DANIDA
৬০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪	১০০.০০	৯৭.১৬	১০০%	৯৭.১৬%	GoB
৬১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২)। (৪৫০০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	২০০.০০	১৮০.১১	১০০%	৯০.০৬%	GoB
৬২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	২৫.০০	১২.৯৯	৫১.৯৬%	৫১.৯৬%	GoB
৬৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/২০১৪ হতে জুন/২০১৭	২০.০০	১৯.৯৫	৯৯.৭৭%	৯৯.৭৭%	SFD

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৬৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	২২.০০	২১.৫৭	৯৮.০৫%	৯৮.০৫%	GoB
৬৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/অক্টোবর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৪)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	৫০.০০	২৩.১৪	৪৮%	৪৬.২৮%	GoB
৬৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৫)	৮২.০০	৮২.০০	১০০%	১০০%	GoB
	উপ-মোট (১-৭০) ঃ	**৪৮২৩১৫.০০**	**৪৭৬৯৫৫.৪৬**	**৯৯%**	**৯৮.৮৯%**	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
৭১	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৩৫/জুলাই/২০০৪ হতে জুন/২০১৪)	৪২৫৯.০০	৪২৫৬.৬১	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৪%	GoB
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/জুলাই২০০৪ হতে জুন/২০১৪)	২১৩৯.০০	২১৩৪.২৯	৯৯.৮০%	৯৯.৭৮%	GoB
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/জুলাই/২০০৭ হতে মার্চ/২০১৫)	১৩৪৪০.০০	১৩৪২২.০০	৯৯.৯৯%	৯৯.৮৭%	UNDP & DFID
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৬০০০/জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	২৩৬৭৫.০০	২৩৬৭২.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯%	ABD, KfW & GTZ
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত) (৭৪৬৩/অক্টোবর/২০১০ হতে জুন/২০১৪)	৬০০.০০	৫৯৪.০০	১০০%	৯৯.০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	৫৭১৩.০০	৫৭১২.৫২	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৬)	৯৫০০.০০	৯৪৯৮.৬৯	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GoB
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)	১২৫০০.০০	১২৪৯৮.৬০	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD & OFID
৭৯	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন (সংশোধিত)। (২৪৮৫/মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৪	৭৮৯.০০	৭৮৯.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	৮০০০.০০	৭৯৯৬.৪৩	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB KFW
৮১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯৮	১০০%	১০০%	GoB
৮২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৫	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ। (১৯০০০/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৭)	৮.০০	৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনএলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	৫০.০০	৪৯.৮২	১০০%	৯৯.৬৪%	GoB
৮৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৬	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/২০১৪ হতে মে/২০২০)	৩০.০০	২৯.৩৭	১০০%	৯৮%	ADB
৮৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৫)	৮২১.০০	৮২০.৮৮	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৮৮	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/নভেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	২৫০.০০	২৪৯.৪৯	১০০%	৯৯.৮০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৮৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	২০০.০০	৩১.৯২	১৩%	১৬%	WB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৯০	৫০৫৯-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (১২৬০/অক্টোবর/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৪)	৪২০.০০	৪২০.০০	১০০%	১০০%	ADB
৯১	৫০৭৮-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/ মে/২০১৩ হতে এপ্রিল/২০১৮)	১২৫.০০	১২৫.০০	১০০%	১০০%	ADB
৯২	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong - Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/ফেব্রুয়ারী/২০১৩ হতে জানুয়ারী/২০১৫	৫০১.০০	০.০০	০%	০%	ADB
৯৩	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৪)	৭৮০.০০	৭৮০.০০	১০০%	১০০%	ADB
৯৪	"The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৮৫৪/এপ্রিল/২০১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৪)	৪৫৬.০০	৪৫৬.০০	১০০%	১০০%	JICA
	উপ-মোট (৭১ -৯৪) ঃ	**৮৬৯৫৬.০০**	**৮৬২৪৫.৩৯**	**৯৯%**	**৯৯.১৮%**	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব -সেক্টর ঃ সেচ)					
৯৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/আগষ্ট/২০০৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	১১০০০.০০	১০৯৯৬.৬৩	১০০%	৯৯.৯৭%	JBIC, JICA
৯৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৭)	৭৫০০.০০	৭৪৯২.৫০	১০০%	৯৯.৯০%	ADB, IFAD

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
৯৭	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/২০১২ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৭)	১১১৫.০০	১১১৫.০০	১০০%	১০০%	JICA
	উপ-মোট (৯৫-৯৭) ঃ	**১৯৬১৫.০০**	**১৯৬০৪.১৩**	**১০০%**	**৯৯.৯৪%**	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৯৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) । (৪৯৬৬৬/জুলাই/২০০৪ হতে জুন/২০১৫)	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.৬৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৯৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন । (৫১০০০/জুলাই/২০০৪ হতে জুন/২০১৫)	৭৩২৫.০০	৭৩২৪.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
১০০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত) । (৫৪৫০০/জানুয়ারী/২০০৯ হতে জানুয়ারী/২০১৫)	১০০০০.০০	৯৯৮৪.৭৮	১০০%	৯৯.৮৫%	GoB
	উপ- মোট (৯৮-১০০) ঃ	**২১৮২৫.০০**	**২১৮০৯.৪১**	**১০০%**	**৯৯.৯৩%**	
	মোট (১-১০০) ঃ	**৬১০৭১১.০০**	**৬০৪৬১৪.৩৯**	**৯৯%**	**৯৯.০০%**	

	২০১৩-১৪ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১,১৯২ কিঃমিঃ	৬৫৯.৭৭
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৫৭৮ কিঃমিঃ	৭৩৫.৫৬
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩,৭৭৯ কিঃমিঃ	১,২৫২.৩৪
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১২,৬৭৩ মিঃ	৫৯০.৯৭
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	২০,০৩৪ মিঃ	৫০৫.০৩
৬	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২০টি	৮০.৩৬
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৯৩টি	৫৯.১০
৮	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	৩২টি	১২.০৯
৯	হাট-বাজার উন্নয়ন	১০৪টি	২৫.৬৬
১০	মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ	৩২টি	৫.৪৮
১১	ঘাট নির্মাণ	৬৬টি	৬.১২
১২	বৃক্ষরোপণ	১৪৬ কিঃমিঃ	১.৭০
১৩	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১০৪টি	২৬৫.৪২
১৪	সাইক্লোন শেল্টার পুনর্বাসন	৩৬ (৭৫%)টি	৮.৬২
১৫	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৩৭,৫৪৮ হেক্টর	১৩৫.৪৭
১৬	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	২,৪০৮ কিঃমিঃ	২০৫.৭৬
	মোট	-	**৪,৫৪৯.৪৫**

শানের হাট-রহমতপুর সড়ক, পীরগঞ্জ, রংপুর ।

কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলায় নরসুন্দা নদীর উপর ৬০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রিজ ।

বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ।

পূর্ব সরাইল মাধাই খাল, জয়পুরহাট ।

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপজাতীয় ছাত্রাবাস ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ২,০২৮.৫৯ কোটি টাকার বিপরীতে ২,০০৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৯৯% । উক্ত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১২টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৪টি ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম /মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থ বছর			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
(১)	কৃষি	১	৩১.৭৫	৩১.৭৪ (১০০ %)	৩১.৬৫ (৯৯.৯৯ %)	১০০ %
(২)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৫.১০	৫.১০ (১০০ %)	৪.৭৪ (৯৩%)	৯৫ %
(৩)	পরিবহন (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১	১.৩০	১.০৯ (৮৪%)	১.০৭ (৮৩%)	৮৩%
(৪)	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	৮৯.৭৪	৮৯.৭৪ (১০০%)	৮৩.৫৬ (৯৩%)	৯৫ %
(৫)	পানি সম্পদ	২	৪০.৩৭	৪০.৩৭ (১০০ %)	৪০.২৮ (৯৯.৯৯ %)	৯৯.৯৯ %
(৬)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩	২১.২৯	৯.৬৫ (৪৫%)	৮.৭৯ (৪১ %)	৮৫%
(৭)	প্রাথমিক শিক্ষা (শিক্ষা ও ধর্ম)	৫	১,৮৩৯.০৩	১,৮৩৯.০৩ (১০০ %)	১,৮৩৮.২৪ (৯৯.৯৯ %)	১০০ %
	মোট	১৬	২,০২৮.৫৮	২,০১৬.৭২ (৯৯.৪১ %)	২,০০৮.৩৪ (৯৯%)	৯৯.৬০ %

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের তুলনামূলক চিত্র

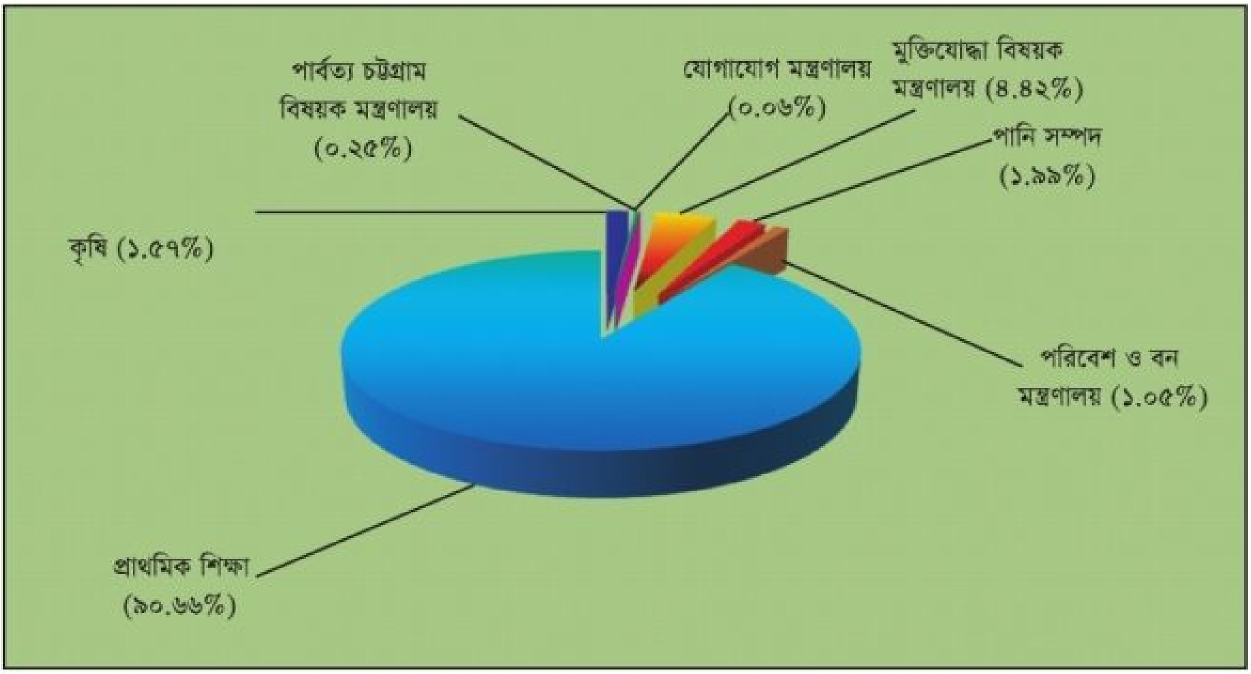

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি ভৌত	অগ্রগতি আর্থিক	অর্থায়নের উৎস
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব - সেক্টর ঃ ফসল					
১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২৫০১০.১১/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৬	৩১৭৫.০০	৩১৬৪.৬৮	১০০%	৯৯.৬৭%	GOB
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ					
২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি -৪) (এলজিইডি অংশ)। (২৩৩৬১/জানুয়ারী/২০১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬)	৪০১১.০০	৪০০২.৬৩	১০০%	৯৯.৭৯%	IFAD, Netharlands
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)। (৩৫৪৩/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৪)	২৬.০০	২৫.৭২	৯৮.৯২%	৯৮.৯২%	GOB
	উপ-মোট (২-৩) ঃ	৪০৩৭.০০	৪০২৮.৩৫	৯৯.৯৯%	৯৯.৭৯%	
	মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়					
৪	বাংলাদেশ নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৯/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪)	১২৪৯.৩০	৬২৩.৪০	৯৬.৪২%	৪৯.৯০%	GOB

৫	বাংলাদেশ নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১০০০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	৫০০.০০	১৬৫.৬৫	৭২.৬৫%	৩৩.১৩%	GOB
	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড					
৬	বালিয়াদহ নদীর বাধেঁর উপরে ইসলামপুর - গুটাইল সড়ক উন্নয়ন ও স্লোপ প্রোটেকশন শীর্ষক প্রকল্প। (৩৮০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	৩৮০.৩৪	৯০.০৯	৬৫%	২৩.৬৯%	GOB
	উপ-মোট (৪-৬) ঃ	**২১২৯.৬৪**	**৮৭৯.১৪**	**৮৫.২৩%**	**৪১.২৮%**	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন					
৭	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প। (২২৯৬.৮৫/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৫)	২২৫.০০	৯২.৪৯	৬৫%	৪১.১১%	GOB
৮	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৭৮৫১/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	৫৩৭৪.৫৯	৫৩৫৮.২৫	১০০%	৯৯.৭০%	GOB
৯	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ। (২২৭৯৭/জানুয়ারী/২০ হতে জুন/২০১৫)	৩৩৭৫.০০	২৯০৫.২৮	৮৯%	৮৬.০৮%	GOB
	উপ-মোট (৬-৮) ঃ	**৮৯৭৪.৫৯**	**৮৩৫৬.০২**	**৯৪.৯৯%**	**৯৩.১১%**	
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান **সংস্থা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড**					
১০	"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)" শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৪০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	৫১০.০০	৪৭৪.৩৯	৯৫%	৯৩.০২%	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহন					
১১	Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project. (২৩৪৫৭/ডিসেম্বর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	১২৯.৮০	১০৭.১১	৮২.৫২%	৮২.৫২%	IFAD, Netharlands
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ					
১২	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৩৯২৩/২০০৬ -০৭ হতে ২০১৫-১৬)	৯৮৬৯.০০	৯৮৬৯.০০	১০০%	১০০%	GOB
১৩	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৫৮৭৮/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	৪৯৭১.২৭	৪৯৭১.২৭	১০০%	১০০%	GOB
১৪	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩। (৬০৮৪০৯.১৮/জুলাই/১১ হতে জুন/১৬)	১৪৫২৩৮.৬১	১৪৫১৬৪.৫২	১০০%	৯৯.৯৫%	GOB
১৫	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (৮৩৮৬৭.৫১/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	১৯৮৮৮.০০	১৯৮৮৩.২৭	১০০%	৯৯.৯৮ %	GOB
১৬	প্রথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)। (১৬৯৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	৩৯৩৬.০০	৩৯৩৬.০০	১০০%	১০০%	IDB
	উপ-মোট (১২-১৬) ঃ	**১৮৩৯০২.৮৮**	**১৮৩৮২৪.০৬**	**১০০%**	**৯৯.৯৬%**	
	মোট (১ -১৬) ঃ	**২০২৮৫৮.৯১**	**২০০৮৩৩.৭৪**	**৯৯.৬০%**	**৯৯%**	

চর তোরাব আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী ।

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	রেগুলেটর নির্মাণ	৩টি (আংশিক)	১.৭৫
২.	রাবার ড্যাম নির্মাণ	১০টি (৫ ০%)	২৫ .৭৬
মোট ঃ		-	২৭. ৫১

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি সম্পদ সেক্টরে সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি ।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পাকা সড়ক নির্মাণ	৪৪ কিঃমিঃ	১২০০.০০
২.	ব্রিজ নির্মাণ	১০টি	৪৮০.০০
৩.	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৫টি	৬৫.০০
৪.	পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	৮টি	১৬.০০
৫.	ইউ- ড্রেন নির্মাণ	৬টি	১২.০০
৬.	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১৪ টি (৮০%)	১৪৬২.০০
৭.	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	১টি	৭৩.০০
৮.	ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১টি (৫০%)	৭০.০০
৯.	ঘাট নির্মাণ	৩টি	৩৬.০০
১০.	কিল্লা নির্মাণ	৯টি	১২৫.০০
মোট ঃ		-	৩,৫৩৯.০০

এডিবি-ইফাদ যৌথ মিড-টার্ম রিভিউ মিশনের সদস্যবৃন্দ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন পশ্চিম দিঘলিয়া রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিদর্শন করছেন

সেচ খাল, পেকুয়া, কক্সবাজার

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য ১৪টি প্রকল্প নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪	২১৮.২০	IFAD
২	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩	৩০৬.৯৮	Japan
৩	কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা (১ম সংশোধিত)।	২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪	৪৭৭.৭৪	DANIDA & GoB
৪	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা।	২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪	১৪৯.২৮	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৫	সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক(সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প ।	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	২৩.৭৬	GoB
৬	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	০.৮৯	GoB
৭	Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে মে/২০১৪	০.৮৪	GoB
৮	Feasibility Study & Design of Two Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে মার্চ/২০১৪	১.১০	GoB
৯	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study Preparation of Bidding Documents for Construction of 2 (two) nos important 280m large bridges in Ghior & Singair Upazila under Manikgonj District.	জানুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৩	১.০৭	GoB
১০	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	২০.৭০	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১১	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জুলাই/২০০৪ হতে জুন/২০১৪	২১০.৩৫	GoB
১২	রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খালের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৪	২৪.৮৫	GoB
১৩	Project PreparatoryTechnical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project.	অক্টোবর/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৪	১১.৭৬	ADB
১৪	The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ।	এপ্রিল/২০১৩ হতে ফ্রেব্রুয়ারী/২০১৪	৮.৫৪	JICA

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৭টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রকল্পগুলির তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	৬৩৮.০০	GoB
২	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)।	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭	১১০২.০০	EU
৩	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division.	মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	১.৫৭	GoB
৪	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	১৪২.৬০	USAID
৫	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	২০৬.৭৭	GoB
৬	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৪	২০.৭০	DANIDA
৭	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেণী ও লক্ষীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০	৪৫০.০০	GoB
৮	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	১২৫.৪১	GoB
৯	রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৮	৭০০.০০	GoB
১০	"গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি- স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৭	৬৩০.০০	SFD
১১	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর -মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫৫০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	৭০.০০	GoB

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৭টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রকল্পগুলির তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	৬৩৮.০০	GoB
২	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)।	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭	১১০২.০০	EU
৩	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division.	মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	১.৫৭	GoB
৪	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	১৪২.৬০	USAID
৫	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	২০৬.৭৭	GoB
৬	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৪	২০.৭০	DANIDA
৭	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেণী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০	৪৫০.০০	GoB
৮	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	১২৫.৪১	GoB
৯	রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৮	৭০০.০০	GoB
১০	"গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি- স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৭	৬৩০.০০	SFD
১১	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর - মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫৫০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	৭০.০০	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
১২	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 27 nos Important Large Bridges in some selected districts Projects	অক্টোবর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	৮.৬০	GoB
১৩	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	৪৪৪.৪২	GoB
১৪	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১৫১.৭৯	GoB
১৫	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	২১.২৩	GoB
১৬	"চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মানাধীন ৫৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা মোলাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ।	মার্চ ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর'১৫	২৩.৪৭	GoB
১৭	জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬	১৬.৬০	GoB
১৮	বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার ৬টি ব্রীজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন ।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬	১৮.৪৯	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৯	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	১৯০.০০	GoB
২০	'Feasibility Study for Construction of over the river Shitalakhya (2nd Connection) in Narayanganj City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প) ।	অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০১৪	১৯৭.০০	GoB
২১	মাদারীপুর জেলার সকুনী লেক এবং পৌর পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ।	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	২০.৫০	GoB
২২	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	সেপ্টম্বর/২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০	৮৭৪.৭৬	ADB
২৩	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	নভেম্বর/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৫	১৯.৯৫	GoB
২৪	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	নভেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	১৪.৮৫	GoB
২৫	মিউনিসিপ্যাল গভরন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট ।	জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৭০.৯৩	IDA
২৬	PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project.	মে/২০১৩ হতে এপ্রিল/২০১৮	৩৪.৯৪	ADB
২৭	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ।	মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৪	১২.৪৫	ADB

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় পাইলিং ঘাটে একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ এবং ডাফলাপাড়া ঘাটে অপর একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় একটি ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ৫ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় মেদিয়াগুলাই (চাঁপাইর ইউপি)-বাংলা বাজার ভায়া বড়ইবাড়ী পাইকপাড়া ভায়া কোটবাড়ী চৌরাস্তা বাজার রাস্তা উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি ২০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি'র মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট -এর ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনাব মনজুর হোসেন।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, এমপি ১৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি'র কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট -এর ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব অশোক মাধব রায়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবীর নানক ১৪ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি'র নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯জন পৌরসভা মেয়রের নিকট ডবল কেবিন পিকআপ-এর চাবি হস্তান্তর করছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মাহবুবুর রহমান, এমপি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় একটি ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত জেন্ডার সমতা বিষয়ক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মঞ্জুর হোসেন।

৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে এলজিইডি'র পল্লী সেক্টরে বিশিষ্ট আত্মনির্ভরশীল নারীর স্বীকৃতি স্বরূপ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবীর নানক এর নিকট থেকে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছেন সুনামগঞ্জের মিস জাহেদা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

বাংলাদেশে ডেনমার্কের মাণ্যবর রাষ্ট্রদুত হেনে ফুগল এ্যাসকেয়ার সহমর্মিতার নিদর্শন স্বরূপ এলসিএস মহিলাদের সঙ্গে মাটির কাজে অংশ গ্রহণ করছেন

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনে গৃহীতব্য উপ-প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত মাণ্যবর Dr. Albrecht Conze এর সঙ্গে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ আহসান হাবিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন নির্মিত সানুহার-ধামুরা-সাত্‌লা ভায়া জল্লা সড়ক পরিদর্শন করেন জাইকা রিপ্রেজেনটেটিভ Mr. Kentaro Nishiyama

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন

এলাকার জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬৫৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,১৯২ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৭৩৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫৭৮ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ১,২৫২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৭৭৯ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ২০৫.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৪০৮ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে, গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে। এমন কিছু আলোকচিত্র নিচে প্রদর্শিত হয়েছে।

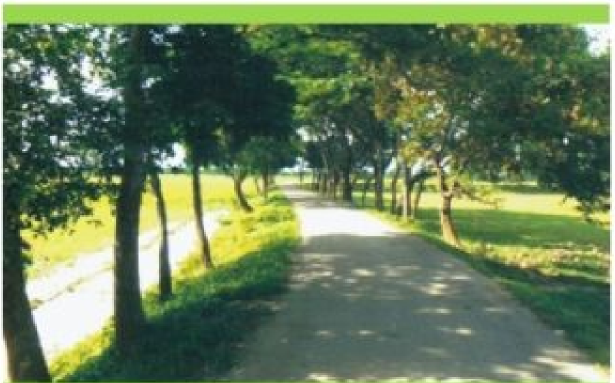

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর-কিশোরগঞ্জ সাইকিউটি ইউপি অফিস-বাংলাবাজার সড়ক

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামা সুয়ালক আরসিসি ব্রিজ ও রাস্তা

টাঙ্গাইল জেলায় মধুপুর উপজেলাধীন রক্তীপাড়া-চাপড়ী সড়ক

খারনিয়া জিসি-বরুনা-জামিরা জিসি সড়ক, ডুমুরিয়া, খুলনা

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসেবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,০৯৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২,৭০৭ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় রাণীরহাট-চানদোয়খোলা-মাধুরাপুর-খাটিয়ামারী-কাজিপুর সড়কে নির্মিত ১২৫ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ

টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলাধীন গারাবাড়ী-বামনহাটা সড়কে লৌহজং নদীর উপর ৭৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ

গ্রোথ- সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

যাওয়াইল বাজার, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জীবিত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং পল্লী এলাকার বাণিজ্য তথা অর্থনীতির অধিক প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা প্রদানের কার্যক্ষমতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রাথমিক চাহিদা। এরই অংশ হিসেবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৯.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৩টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর হচ্ছে।

৩ নং শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মৌলভীবাজার।

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় সৃষ্ট নতুন উপজেলাসমূহে উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও অনেক উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৬২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১৭টি উপজেলায় সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৫টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার গড় ভৌত অগ্রগতি ২২%।

নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলাসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় ১৯টি নতুন উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩টিসহ মোট ১৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

উপজেলা পরিষদ ভবন, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি অন্যতম প্রধান অংগ। সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকান্ড হিসাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে এলজিইডি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সড়কে ১,৭৬,৪৩৬টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ১,৪৮,৭৭০টি (৮৪%)। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

বৃক্ষরোপণ ডুমুরিয়া, খুলনা।

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বৃক্ষরোপণ তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
শেরপুর	১১২০০	১৬০০	৩২০০	১৬০০০	৫২২৫	৫০০	১৪০০	৭১২৫	৪৫
ফরিদপুর	১০৯০	৫৪৫	৩৭৯০	৫৪২৫	৮৭২	৪৩৬	৩০৩২	৪৩৪০	৮০
কুমিল্লা	১৩৩৩২	০	০	১৩৩৩২	১৩৩১২	০	০	১৩৩১২	১০০
সিলেট	৮৫০০	৪০০০	৮৪০	১৩৩৪০	৮৫০০	৪০০০	৮৪০	১৩৩৪০	১০০
সুনামগঞ্জ	১৭৫০১	০	০	১৭৫০১	১৬৪৫০	০	০	১৬৪৫০	৯৪
মৌলভীবাজার	৭৮০০	২৬০০	২৭০০	১৩১০০	৫০০০	২৫০০	২৪০০	৯৯০০	৭৬
হবিগঞ্জ	৭৮৫০	৬৭২২	৭৮৬০	২২৪৩২	৬২৮০	৫৪৭০	৬২৯০	১৮০৪০	৮০
বরিশাল	৬১০০	৪৫৭৫	৪৫৭৫	১৫২৫০	৬১০০	৪৫৭৫	৪৫৭৫	১৫২৫০	১০০
ঝালকাঠী	১৭১৪৩	০	০	১৭১৪৩	১৬২০০	০	০	১৬২০০	৯৪
পিরোজপুর	১৮৮০	৭৫২	১১২৮	৩৭৬০	১৮৮০	৭৫২	১১২৮	৩৭৬০	১০০
পাবনা	৫০০	৫০০	০	১০০০	৪৯০	০	০	৪৯০	৪৯
রংপুর	১৩৩৪	১০২৬	১০৯০	৩৪৫০	১১০৮	৮৪৯	৮৯৬	২৮৫৩	৮৩
গাইবান্ধা	২৩৫১	৭০০	১১৫০	৪২০১	৩২২	৩৫	২১৫	৫৭২	১৪
লালমনিরহাট	৩৮৫০	৫৫০	১১০০	৫৫০০	৩৫৪০	৫৯০	১০২০	৫১৫০	৯৪
কুড়িগ্রাম	৩৬৫০	১৪০৩	২২০০	৭২৫৩	৩২২০	১১৯০	১৮৬০	৬২৭০	৮৬
দিনাজপুর	৮০০০	০	০	৮০০০	৭৯২৫	০	০	৭৯২৫	৯৯
ঠাকুরগাঁও	৭৭৫	৩০৯	৪৬৫	১৫৪৯	৭৭৫	৩০৯	৪৬৫	১৫৪৯	১০০
বাগেরহাট	১৬০০	১০০	১০০	১৮০০	১২৮০	৭০	৭৫	১৪২৫	৭৯
ঝিনাইদহ	৩২০০	১৩৪০	১৮৬০	৬৪০০	২২৬৫	১০৯৬	১৪৫৮	৪৮১৯	৭৫
মোট ঃ	১১৭৬৫৬	২৬৭২২	৩২০৫৮	১৭৬৪৩৬	১০০৭৪৪	২২৩৭২	২৫৬৫৪	১৪৮৭৭০	

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

পল্লী সড়ক এবং পল্লী সড়কের উপরে অবস্থিত ব্রিজ/কালভার্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ ও কারিগরী মান সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে "পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩" সরকার কর্তৃক গত ২৮ শে জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় অন্যান্য উৎস হতে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ সুনির্দিষ্ট করে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নকৃত সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে। এছাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, সড়ক নিরাপত্তা, পরিবেশ, সংরক্ষণ মান নিয়ন্ত্রণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা উক্ত নীতিমালায় রয়েছে।

এলজিইডি'র এক বিশাল সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম। রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন 'Best Practices' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারণতঃ নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮৩৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা বিগত বছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ৭৫ কোটি টাকা (৯.৮৭%) বেশী।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরে প্রাপ্ত বছর ভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

(২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ের বারগুলি দেখানো হলো)

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১।	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১০,৬২২ কিঃমিঃ	৪৩.১২ ৫.১৬%
২।	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,৭০০ কিঃমিঃ	৭৫৪.৮৮ ৯০.৪০%
৩।	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৩,৫০০ মিঃ	৩৭.০০ ৪.৪৪%
	মোট	-	৮৩৫.০০

* বছরব্যাপী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত এলসিএস সদস্য সংখ্যা ৭,৭৫৪ জন

বাস্তবায়িত বিভিন্ন পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

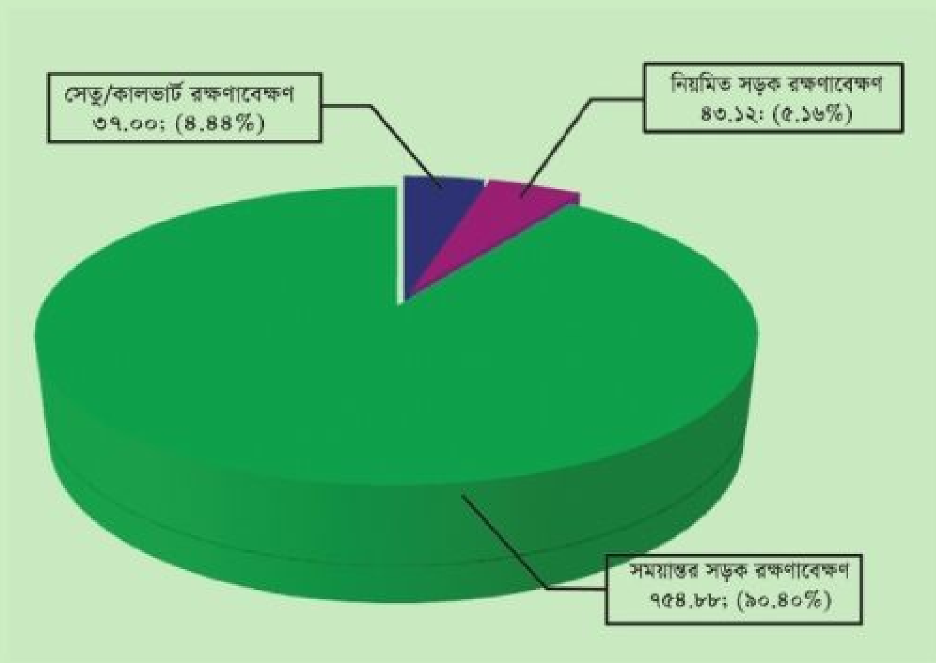

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর দামুড়হুদা আর এন্ড এইচ-কার্পাসডাঙ্গা সড়ক, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর সখীপুর- গারোবাজার সড়ক, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর পুলেরহাট আর এইচ ডি - রাজগঞ্জ জিসি সড়ক, যশোর সদর, যশোর।

সড়ক এবং কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের পর ধুনট - মথুরাপুর জিসি সড়ক, ধুনট, বগুড়া।

পানির ঢেউয়ের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামতের পর হাটুরিয়া জিসি - মৃধাহাট ভায়া চরমনপুরা সড়ক, গোসাইরহাট, শরিয়তপুর।

বলদিয়ার আজিজুল মোড় হতে বানেশ্বর ভায়া মারিয়া সড়ক, চারঘাট, রাজশাহী এর ক্ষতিগ্রস্ত স্লোপ ও সোল্ডার মেরামতের পর

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের ভৌগলিক আয়তন ১১,২৫৮ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬ ভাগ। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং এরও এক বৃহৎ অংশ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে, বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ন না হলে এ চ্যালেঞ্জ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোঁড়ায় সেবা পৌছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে। শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্যই টেকসই নগরায়ণ প্রয়োজন। নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি ২৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলমান প্রকল্পের মধ্যে ৯টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং ১৪টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-২০১৪	২১,০৩৫.১০	৪,২৫৯.০০	৪,২৫৬.৬১	GOB
২	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-২০১৫	১৯,৬৭৪.৪৭	২,১৩৯.০০	২,১৩৪.২৯	GOB
৩	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প	২০০৭-২০১৫	৬৯৭৯৮.০০	১৩,৪৪০.০০	১৩,৪২২.০০	GOB, UNDP & DFID

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৪	দ্বিতীয় নগর পরিচালনও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প	২০০৮-২০১৫	১,২৬০০০.০০	২৩,৬৭৫.০০	২৩৬৭২.৭৯	ADB, KfW & GTZ
৫	খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প	২০১০-২০১৪	৭,৪৬২.৯৬	৬০০.০০	৫৯৪.০০	GOB
৬	ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজারমৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ)	২০১১-২০১৪	৭৭,২৭০.০০	১২,৫০০.০০	১২৪৯৮.৬০	GOB, SFD & OFID
৭	রংপুর শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৪	২,৪৮৫.০০	৭৮৯.০০	৭৮৯.০০	GOB
৮	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৬	১১৫,০৯৮.৯০	৯,৫০০.০০	৯৪৯৮.৬৯	GOB
৯	নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	২০১২-২০১৫	৬,৬৪০.৮৬	২,৫০০.০০	২,৪৯৯.৯৮৪	GOB
১০	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ "শীর্ষক প্রকল্প।	২০১১-২০১৫	২৪০০.৯৭	৫০.০০	৫০.০০	GOB
১১	গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৫	৫২,৩২৯.০০	৫৭১৩.০০	৫৭১২.৫২	GOB
১২	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৬	১৩৯,৫৯৭.৭৫	৮,০০০.০০	৭৯৯৬.৪৩	GOB, ADB, KfW, SIDA
১৩	বৃহত্তর ঢাকা সাসটেইনেবল নগর ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট	২০১২-২০১৬	২৩,৪৫৭.৩৩	১০৮.৭০	১০৭.১১	GOB, ADB, AFD & GEF
১৪	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP)	২০১৩-২০১৯	৪১,৮৫৮.৭৮	২১৭.০০	২১৫.৪১	GOB, JICA
১৫	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১৩-২০১৫	১,৯৯৫.০০	৮২১.০০	৮২০.৮৮	GOB
১৬	মিউনিসিপ্যাল গর্ভনেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রকল্প	২০১৪-২০১৯	২৪৭,০৯৩.৯২	২০০.০০	৩১.৯২	GOB, IDA
১৭	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের "পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প"	২০১৩-২০১৭	১৯০০০.০০	৮.০০	৮.০০	GOB
১৮	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১৪-২০২০	৮৭,৪৭৬.০০	৩০.০০	২৯.৩৭	ADB, SCF, B&MGF
১৯	সুজানগর পৌরসভায় বান্নাই তীর সংরক্ষণ, খাল পুনঃ খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো প্রকল্প।	২০১৩-২০১৫	২১০৩৫.১	২৫০.০০	২৪৯.৪৮	GOB
২০	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১৩-২০১৫	২০৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	GOB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২১	Inclusive City Governance Project (ICGP)	২০১৪-২০২০	২৯৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	JICA
২২	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরন প্রকল্প (UGIIP-3)	২০১৪-২০২০	২৬০০৪৮.৪২	০.০০	০.০০	ADB
২৩	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা।	২০১৩-২০১৪	১৯৬.৯৫	৫০.০০	৪৯.৮২	GOB
		মোট =	১৫,২৭,৭৯৬.৯৪	৮৪,৯৯৯.৭০	৮৪৭৮৬.৯০	
		কোটি টাকায় =	১৫,২৭৭.৯৭	৮৪৯.৯৯	৮৪৭.৮৬	

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১।	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	৬৯৮ কিঃ মিঃ	১৮১.৪৬
২।	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১,০১১ মিঃ	৫৩.৪৫
৩।	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২৫৫ কিঃ মিঃ	৮৭.৮৪
৪।	নদী পুনঃখনন	৭৫,০০০ ঘন/মি:	২.৫২
৫।	নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৫৮ কি: মি:	১৩.৮২
৬।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৬,৭৫৯ টি	৩২.৬৪
৭।	বাথরুম নির্মাণ	৩৩৮ টি	১.০০
৮।	নলকূপ স্থাপন	১,৯০৮ টি	৭.৯০
৯।	বাস টার্মিনাল নির্মাণ	৪ টি	৪.৯৪
১০।	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৫ টি	৫.২৫
১১।	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	২,৫৮৮ CDC ১,১৬,৬১১ টি পরিবার	৩১.৯৩
১২।	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	২৪৮ কিঃ মিঃ	১১৪.২৭
১৩।	কাঁচা বাজার উন্নয়ন	১৭ টি	১.৬২
১৪।	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	৩টি	১.৩২
১৫।	কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	১২ টি	১.১৪
১৬।	ফ্লাইওভার নির্মাণ	৮৮৭০ মিঃ (২৫%)	১১৯.৫৩
১৭।	স্ট্রিট লাইট	১,০২০ টি	৪.৫৭
১৮।	মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন	৯২ টি	১২.৪১
১৯।	গার্বেজ রিক্সা ভ্যান	১০০ টি	০.১৯
২০।	বোট ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণ	৪ টি	০.৫০
২১।	খাল পাড়ের প্রতিরক্ষা	২.৩৩ কিঃ মিঃ	৮.৮৩
২২।	গার্বেজ ডাম্প ট্রাক	১৬ টি	২.১৩
২৩।	নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণ	১২ কিঃমিঃ	৫.৬৩
	মোট		৬৯৪.৮৯

নগর সেক্টরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বর্তমানে বাংলাদেশের ২৪০টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৭টি ও দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতিপূর্বে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভে ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় চাহিদা তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, যেগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোন অংশ/বিষয়ের উপর এলাকাবাসীর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য ন্যূনতম একমাস গণশুনানী সম্পন্নের মাধ্যমে সকলের যৌক্তিক মতামত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সম্পন্নের পর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেগুলি পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে ৫০টি পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর বর্তমানে সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে ও ১টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, ৬৩টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা গণশুনানী সম্পন্নের পর বর্তমানে স্ব-স্ব পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ১২৬টি পৌরসভার খসড়া মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

৭৭২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ৮.২৫ কিলোমিটার। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ১৯৬ কোটি টাকা ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মেটানো হবে।

ভারতের 'সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড' এবং বাংলাদেশের 'নাভানা'র যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান "সিমপ্লেক্স নাভানা জেভি"; চায়না এমসিসিসি (নং-৪)-এসইএল-ইউডিসি জেভি এবং এমসিসিসি (নং-৪) তমা জেভি লিঃ ফ্লাইওভারটি নির্মাণে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।

ফ্লাইওভারটি সাতরাস্তা মোড়, এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড়, মৌচাক মোড়, শান্তিনগর মোড়, মালিবাগ মোড়, চৌধুরীপাড়া মোড় ও রমনা থানা মোড়সহ ৮টি এবং মগবাজার ও মালিবাগসহ ২টি রেলক্রসিং অতিক্রম করবে। চার-লেন বিশিষ্ট এ ফ্লাইওভারে ওঠানামার জন্য ১৫টি র‍্যাম্প থাকছে। এছাড়া তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা, এফডিসি, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, বাংলামোটর, মগবাজার, মালিবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং শান্তিনগর মোড়ে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকবে। গত ৪ মার্চ ২০১৪ তারিখে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) -এর প্রতিনিধিদল ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সেবা সংস্থার ইউটিলিটি সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও বাংলামটর হতে মৌচাক এবং সাতরাস্তামোড় হতে মগবাজার অভিমুখে অধিকাংশ পাইল, পাইল ক্যাপ এবং পীয়ারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে এবং প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ নাগাদ সমাপ্ত হবে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের পাইলিং কাজ পরিদর্শন করছেন। এসময়ে তার সাথে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল আলমসহ প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ ও উপস্থিত ছিলেন।

নির্মাণাধীন মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প

৬২০ মিটার দৈর্ঘ্যের খিলগাঁও ফ্লাইওভারের একটি লুপ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার ব্যয় ৭,৪৬২.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১০ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডব্লিউএমসিজি-নাভানা(জেভি) প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের বর্তমান ভৌত অগ্রগতি ৫০%।

সায়েদাবাদ প্রান্তে লুপটি নির্মাণের ফলে বর্তমান ফ্লাইভারের যানবাহন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চলাচলে পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া মহানগরীর খিলগাঁও রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন হবে।

খিলগাঁও ফ্লাইওভার (সায়েদাবাদ প্রান্তে) লুপ নির্মাণের লে-আউট প্লান

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পটি ডিএফআইডি সাহায্যপুষ্ট এলজিইডি'র বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ এ শুরু হয়েছে এবং মার্চ ২০১৫ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। মোট ৮২,৬০২.০৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে জিওবি'র অংশ ৫,৬৪৫.২২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের (ডিপিএ) অংশ ৭৬,৯৫৬.৮৭ লক্ষ টাকা। ২০১৫ সালের মধ্যে ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ১৩টি পৌরসভার ৩০ লাখ দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীদের জীবিকায়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্র্যের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্র্যের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। এলজিইডি'র আওতায় নগর সেক্টরের চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের বিষয়ে দেশের ২৩টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাস্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিটিগুলো ৩৫,০৯,৮৪১ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই 'কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না বিধায় তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থলের উন্নয়নের জন্য ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট সেড, মজা পুকুর পুনঃখনন, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ (SCG) গঠন করে নিজেরা টাকা সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। এ ঋণের টাকা দিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্ট চালাচ্ছে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে ও সাহস যোগাচ্ছে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি। গত এক বছরে UPPR প্রকল্প SEF এবং SIF সংক্রান্ত নিচে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

আর্থ সামাজিক তহবিলের (SEF) শিক্ষানবীশ কার্যক্রমের মাধ্যমে বেকার এবং অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষভাবে গড়ে তুলে উপার্জনক্ষম করা হয়। এ যাবৎ ১৩,৮২৩জনকে শিক্ষানবীশ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে ১০.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ব্লক গ্রান্ট কার্যক্রমে উপার্জনক্ষম কিন্তু উপাদানের অভাব জনশক্তিকে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করা হয়। ইতোমধ্যে ১৮,৭৩০জনশক্তিকে ৯.২৮ কোটি টাকা ব্লক গ্রান্ট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

অসহায় কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষানুদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ যাবৎ ৩৮,৫৬৬জন শিশুকে ২১.২৭ কোটি টাকা শিক্ষানুদান দেয়া হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীকে শীতবস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে ১,৮৭,৯৩৫ জনকে ৬.১৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নগর খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বসতভিটার আশে পাশে ফাঁকা জায়গায় সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, মুরগির খামার, মৌ চাষ, ছাগল পালন বিষয়ে ১৯,৬৪৩ জনকে ৫০.৮৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সমগ্র SEF কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৭৮,৬৯৭জন।

সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (SIF)-এর আওতায় পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে এ যাবৎ নিচের ভৌত অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে।

নগর পর্যায়ে বিভিন্ন কমিউনিটিতে ৩৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪,৫৪৩টি ল্যাট্রিন, ৩.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯৩টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ১৫.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.৪৫৭ কিলোমিটার ফুটপাত, ১২.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭.৭৩৫ কিলোমিটার ড্রেন, ১.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১.৯২৩ কিলোমিটার পানি সরবরাহ লাইন, ১.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৮১৬টি প্লাটফরম, ১.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৪টি কমিউনিটি সেন্টার, ০.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি পানি রিজার্ভ ট্যাংক এবং ০.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১টি ডাষ্টবিন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ০.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ১০.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৬০৬ টি নলকূপ এবং ০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৯টি ষ্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু,০.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১,৩৬০টি উন্নত চুলা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,২৬১টি বসত ভিটা উন্নয়ন করা হয়েছে।

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শিক্ষানবীশ	১৩,৮২৩	১,০৩৮	২,৭৮,৬৯৭
২	ব্লক গ্রান্ট	১৮,৭৩০	৯২৮	
৩	শিক্ষা অনুদান	৩৮,৫৬৬	২,১২৭	
৪	সামাজিক উন্নয়ন	১,৮৭,৯৩৫	৬১৬	
৫	নগর খাদ্য উৎপাদন	১৯,৬৪৩	৩৮০	
	সর্বমোট	২,৭৮,৬৯৭	৫,০৮৯	

তৈরী পোশাক শিল্পে দরিদ্র নারীদের দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ'র সহায়তায় টঙ্গীতে ইউপিপিআর প্রকল্প ২৮জন দরিদ্র নারীকে সেলাই মেশিন অপারেটর হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে সনদপত্র বিতরণ করছে।

ইউপিপিআর প্রকল্পভুক্ত দিনাজপুর শিশু সেভিংস গ্রুপ সঞ্চয়ের টাকা জমা রাখার জন্য এভাবে মিলিত হয়।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামেনা উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-২

দেশের ৩৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড -এর আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (UGIIP-II) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রকল্পটির ৩য় পর্যায়ের কাজের বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে চলছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে দেশের আরও ১৬টি পৌরসভাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বর্তমানে মোট ৪৭টি পৌরসভায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে।

প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজ এবং বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এছাড়া নগর সুপরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রমসমূহ বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং সিবিও গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবায়িত হয়। এসকল কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, নগর পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ, নগর দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী একীভূতকরণ, আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এই ছ'টি অংগের মাধ্যমে প্রকল্পটির কর্ম পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ১,২৬০ কোটি টাকা (১৬৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এ প্রকল্পটি ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে অংশ অনুযায়ী বিভাজনের পরিমাণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২৩১.১০ কোটি, এডিবি'র ৬৬৩.৪১ কোটি, কেএফডব্লিউ'র ২৪৭.৩৫ কোটি, জিআইজেড-এর ৬৩.২৬ কোটি, পৌরসভার ৫০.০৬ কোটি এবং স্টেকহোল্ডারের ৪.৮০ কোটি টাকা।

নিচে বর্ণিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছেঃ

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৮৪.১৮%।

- ৪৭টি পৌরসভায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে হোল্ডিং ট্যাক্স এবং নন-ট্যাক্স বাবদ আয়ের পরিমাণ সরকার কর্তৃক পৌরসভার জন্য বরাদ্দকৃত টাকার ৩১৮.১৫ গুণ বেশী।

- চলতি অর্থবছরে ১৪২টি প্যাকেজের আওতায় ৪৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে, যার মধ্যে ৪৯টি প্যাকেজের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে এবং বাকী কাজের অগ্রগতি ৬৮%। প্যাকেজের আওতায় ৫৮১ কিলোমিটার রাস্তা, ৩৭.১০ কিলোমিটার ড্রেন, সড়ক বাতিসহ ৩২টি বস্তিতে ফুটপাথ, ল্যাট্রিন, ড্রেন নির্মিত হয়েছে এবং পানি সরবরাহের কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

- ৪৭টি পৌরসভার মধ্যে ৪০টি পৌরসভা বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিল প্রকল্পের চাহিদামতে নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে।

- ৪৭টি পৌরসভায় টিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সিটিজেন চার্টার, সিআরসির প্রবর্তন এবং অভিযোগ কেন্দ্র গঠন করা নিঃসন্দেহে একটি অনন্য উদ্যোগ।

এলজিইডিকে এডিবি কর্তৃক প্রদত্ত বেস্ট পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড, ২০১৩ লাভ

২৩ ও ২৪ মার্চ ২০১৪ তারিখে ইউজিআইআইপি- ২ প্রকল্পভুক্ত ৪৭টি পৌরসভার মেয়র/ প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে কক্সবাজার পৌরসভায় দু'দিনব্যাপী 'মেয়রস ওয়ার্কশপ'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মঞ্জুর হোসেন।

সিরাজগঞ্জ পৌর নিউ সুপার মার্কেট (জার্মান মার্কেট)।

কিচেন মার্কেট, ঝালকাঠি ।

রোড ডিভাইডার, সড়ক বাতি ও ফুটপাথ, বেনাপোল।

রোড ডিভাইডার ও সড়ক বাতি, বরগুনা।

নির্মিত সড়ক, ঝালকাঠি।

নির্মিত ড্রেন, সাতক্ষীরা।

নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নরসুন্দা নদী পুনঃখননের কাজ ডিসেম্বর ২০১২ তে শুরু হয়। বর্তমানে নদী পুনঃখননের কাজ শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পের অঙ্গসমূহের মধ্যে আছে নদী পুনঃখনন, দৃষ্টিনন্দন ব্রীজ নির্মাণ এবং নদীর পাড়ে রাস্তা, ফুটপাথ, পার্ক ও ঘাট নির্মাণ। দৃষ্টিনন্দন ব্রীজগুলির নির্মাণ কাজ ও শেষ পর্যায়ে। অন্যান্য অংগের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতু

রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্পঃ

রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের ৭.৯৩২ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য বরাবর Slope Protection কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ৭.৯৩২ কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণ ও ২০টি সিটবেঞ্চ নির্মিত হয়েছে। খালের ৪টি অবস্থানে ১২ মিটার থেকে ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪টি নতুন ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। ৬০ মিটার ও ৩০ মিটার স্প্যান বিশিষ্ট আরও দু'টি পুরাতন ব্রিজের পুনঃনির্মাণ/সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া, প্রায় ১০ কিলোমিটার খাল পুনঃখননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খাল পুনঃখননের মাধ্যমে রংপুর শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। খালের দু'পাশে ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে নগরবাসীর নাগরিক এবং চিত্তবিনোদন সুবিধাদি বৃদ্ধি পাবে, জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে পৌর জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হবে, ফুটপাত নির্মাণ ও খালের পুনঃখননের মাধ্যমে খালের জমির অবৈধ দখল রোধ হবে, ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে পৌর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শ্যামা সুন্দরী খালের উপর নির্মিত ব্রিজ

শ্যামা সুন্দরী খালের পাশে Slope Protection ও ফুটপাথ নির্মাণ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), কেএফডব্লিউ (KfW) এবং সুইডিস সিডা (Sida) প্রদত্ত আর্থিক সহায়তায় জুলাই ২০১১ থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা নগর অঞ্চলের ৪টি সিটি করপোরেশন, ৮টি পৌরসভা ও ১২টি শহর কেন্দ্র এবং খুলনা নগর অঞ্চলের ১টি সিটি করপোরেশন, ৪টি পৌরসভা ও ২৪টি শহর কেন্দ্র নিয়ে CRDP প্রকল্প এলাকা গঠিত। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (CRDP) মূল লক্ষ্য হলো কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকা ও খুলনা নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানো এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের আওতায় নগর অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন (Development of Urban Infrastructures), নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন (Improvement of Urban Planning) এবং পৌর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা (Strengthening of Municipal Management and Capacity) এই তিনটি উপাংশ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ১২টি পৌরসভায় পূর্ত কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে, কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় নির্মানাধীন ড্রেন ।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাধাইল, আশুলিয়া, সাভার এলাকায় নির্মানাধীন সড়ক ।

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচির (UGIIP-II) আওতায় ৩৫টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) প্রকল্পের আওতায় ১৮টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৬টি সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১ সংখ্যক কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলখিত ৬টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসুচির মাধ্যমে পৌরসভায় অনুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, মাস্-কমিউনিকেশন সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র, ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নব যুগের সূচনা করেছে।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

২) নগর পরিকল্পনা

৩) নারী অংশগ্রহণ

৪) নগর দারিদ্র্য বিমোচন

৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা

৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গর্ভন্যান্স

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিটের (UMSU) মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১০টি অঞ্চলে ১৭৬টি পৌরসভা ও ৭টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১০টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলী সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১০টি অঞ্চলিক অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রমের তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে।

কম্পিউটারাইজেশন ঃ

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা ঃ

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;

(খ) পৌরসভার বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;

(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন ঃ

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) (পাইলট ভিত্তিতে) গঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান ।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

এমআইএস ও ওয়েব পোর্টাল এবং পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিটের (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে ।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভায় পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) এবং নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত Access to Information (এ টু আই) প্রোগ্রামের অর্থায়নে প্রতি পৌরসভা হতে নির্বাচিত ২জন উদ্যোক্তাকে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১০টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে ৫দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অপরিকল্পিতভাবে পৌরসভায় নির্মিত অধিকাংশ ভৌত অবকাঠামো উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রত্যাশিত সময় পর্যন্ত কাঙ্খিত মানের সেবা প্রদানে অক্ষম । পৌরসভার এই বাস্তব চিত্রকে বিবেচনায় রেখে পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগে কর্মরত প্রকৌশলীগণের কারিগরী বিষয়সহ বিদ্যমান বিধি-বিধানের উপর প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক প্রথম বারের মত সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক পৌরসভার বিভিন্ন পদবীর ৪৯৪জন প্রকৌশলীদের কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । এ সম্পর্কিত তথ্য নিচে প্রদত্ত সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে ।

ক্রমিক নং	পদবী	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণে উপস্থিতির মোট সংখ্যা
১	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪	৯৯
২	সহকারী প্রকৌশলী	৮	২১০
৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৮	১৮৫
	মোট=	২০	৪৯৪

প্রশিক্ষণ ছাড়াও থোক বরাদ্দ থেকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পৌরসভায় সরবরাহের জন্য ৩.১৫ টনি ৩৯ টি ডাম্প ট্রাক কেনা হয়েছে ।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি যৌথভাবে এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজচুক্তি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষেরই ভূমিকা নির্ধারিত থাকে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প"-এর আওতায় ৫৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প", "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" এবং "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ তিনটি প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে আরও ৫৩৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) এর ১৬০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ২,৭৬,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচের সারনি থেকে পাওয়া যাবে।

আইডব্লিউআরএম এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়	
		নতুন উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যকারিতা বৃদ্ধির সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫০	-	৫৫,৭৫০.০০	৭৫.৪৫	৩৪,৭৬১.০৮ (৬২.৩৫%)	১১,০০০.০০	১০,৯৬৬.০০
২	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	২৭০	১৬০	৭৯,১০৬.০০	৫২.৫০	৩২,৫৯৪.৮৫ (২৮.৫৬%)	৭,৫০০.০০	৭,৪৯২.৫০
৩	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়)	১৫	-	২৫,০১০.০০	৭৭.৮৯	১৭,২৪১.১৭ (৬৮.৯৫%)	৩,১৭৫.০০	৩,১৬৪.৭০
৪	জাইকা'র অর্থায়নে কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	-	-	৫,৬৮৫.০০	-	১,৫১৮.০০ (২৬.৭০%)	১,১১৫.০০	১,১১৫.০০
৫	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	১৭৪	-	৮০০.০০	১০০	৮০০.০০ (১০০%)	৮০০.০০	৮০০.০০
	মোট	৭০৯	১৬০	১৬৬,৩৫১.০০			২৩,৫৯০.০০	২৩,৫৩৮.২০

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর 'ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)' শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঐ সমস্ত তথ্য এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী'র কার্যালয় সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে পাঠায়।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধার জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। উক্ত সেকশন স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে যাচ্ছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিট-এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সম্পর্কিত সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্যাদি

কার্যক্রম	প্রকল্পের নাম	
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
প্রস্তাব গ্রহণ (সংখ্যা)	১৪	৭০
প্রস্তাব বাছাই (সংখ্যা)	১১	৫২
প্রাক নিরীক্ষা (সংখ্যা) (Reconnaissance)	১০	৫২
অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (সংখ্যা) (PRA)	১২	৪৪
সম্ভাব্যতা যাচাই (সংখ্যা) (Feasibility Study)	৬৯	৭১
কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (সংখ্যা) (Detailed Design)	৮০	৬৬

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০০৭ সাল থেকে শুরু হবার জন্য নির্ধারিত থাকলেও এ প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রম মূলত শুরু হয় ২০০৯ সাল থেকে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলবে যে সময়ে আনুমানিক ২৫০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প ব্যয় ৫৫৭ কোটি টাকা। উপ-প্রকল্পসমূহে বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসনে পানি নিষ্কাশন এবং সংরক্ষণ বা ভূপরিস্থ পানি সেচ এলাকা উন্নয়নে খাল পুনঃখনন এবং বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটর, পানি সংরক্ষণ কাঠামো ও সেচ নালা ইত্যাদি পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উপকৃত এলাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে। এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টন ফসল ও ১০ হাজার টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ডিসেম্বর ২০১৩ সালে সমাপ্ত ৮৩টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন অনুসারে ৪৫ হাজার থেকে ৪৬ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হওয়ায় অতিরিক্ত ৪৬ হাজার টন ফসল ও ৯৫ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ১৫টি জেলার ১২৬টি উপজেলা থেকে ৯৭৭টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত এই প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক উপ-প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক সন্নিবেশিত তথ্যাবলী এবং উপজেলা পরিষদের সভায় প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের উপর আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশের ভিত্তিতে ৮৫১টির প্রাক-বাছাই সম্পন্ন করে ৮১৬টি মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত উপ-প্রকল্পসমূহের ৫৫৮টিতে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সমাপ্তির পর ৩৪৯টি অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরএ)'র জন্য নির্বাচিত হয়। এগুলোর মধ্য থেকে ৩৩৬টিতে পিআরএ সম্পন্ন হওয়ার পর ২৮৪টি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য উপযোগী হিসেবে পাওয়া যায়। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ২৫৮টি উপ-প্রকল্প উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২৪৯টির সার্বিক ডিজাইন প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে এবং ২১৬টি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে সেগুলির বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত উপ-প্রকল্পের ১৭৯টির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ৯১টি সমাপ্ত হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা থেকে সার্বিক খরচের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫.৯৪% ও ৬৪.৮৩%। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের বাংলাদেশ সরকারের অংশ ১৫৫ কোটি টাকা এবং জাইকার অংশ ৫৩১ কোটি ৩০ লক্ষ ইয়েন যা সমমূল্যে ৪০২.৫ কোটি টাকা।

উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত ১,১৯১টি কোর্সে ৮৬ হাজার প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ধরণ, এলাকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বাছাইয়ের পর ২৬টির বেজলাইন সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহে নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	৩৫ কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো	৮৭টি
৩	সেচ এলাকা	১,০৬২ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা	১৩,৫০৩ হেক্টর
৫	খাল পুনঃ খনন	২৫৪ কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ- প্রকল্প	৩২টি

৬ ভেন্ট ওয়াটার রিটেনশন অবকাঠামো
রাইয়াপুর-বড় খাল উপ-প্রকল্প, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

৩ ভেন্ট ওয়াটার রিটেনশন অবকাঠামো
মাছপাড়া-লক্ষণদিয়া খাল উপ-প্রকল্প, পাংশা, রাজবাড়ী

খাল পুনঃখনন আটঘর দূর্গাপুর
খাল উপ-প্রকল্প, সালথা, ফরিদপুর

৪ ভেন্ট ওয়াটার রিটেনশন অবকাঠামো
মরা খাল উপ-প্রকল্প, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও 'ইফাদ'-এর অর্থায়নে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য) টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ উদ্যোগে সহায়তা করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ - জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।

২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অ-দানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৯টি উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ৩০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ২২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ৩২০টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২,৬৩২জন নারী এবং ৫,৮৬৮জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে। 'পাবসস' সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে ৭৯৫টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ১৯,৬৫৭জন পুরুষ এবং ১২,২৫০জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ৫৮,৯৬৮ প্রশিক্ষণ দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রেরিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৭৫টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের 'পিআরএ', ১৬৮টি উপ-প্রকল্পের 'এফএস' এবং ১৪০টি উপ-প্রকল্পের 'ডিডি' সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ৩০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ- প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের প্রকার	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ (কিঃমিঃ)	২১
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২২
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	১,২১০
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	২২,০৪৫
৫	খাল পুনঃ খনন (কিঃমিঃ)	২০৪
৬	সমাপ্তকৃত উপ -প্রকল্প (সংখ্যা)	৭

২০ মে ২০১৪ তারিখে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পূর্ব সরাইল মাদাই উপ-প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করছেন জয়পুরহাট জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব নাইমা নাজনীন নাজ।

২৪ মে ২০১৪ তারিখে পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক - প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ) বাবু শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত নিমাইছড়ি উপ- প্রকল্পের সাত ভেন্ট রেগুলেটর।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাবে কৃষি কাজ সম্পাদনে যেমন তীব্র পানি সংকটের সৃষ্টি হয় তেমনি পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অবর্তমানে প্লাবনের কারণে বর্ষা মৌসুমে ফসলের হানি ঘটে। এই উভয় সংকট সমাধানে, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্যতা কৃষকদের কাছে নিশ্চিত করার জন্য নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপন একটি ফলপ্রসূ সমাধান বিবেচনায় ১৯৯৫ সালে এলজিইডি কর্তৃক কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত বাঁকখালী নদী এবং ঈদগাঁও খালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চীনা কারিগরী সহায়তায় দু'টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। এই পাইলট প্রকল্প এবং পরবর্তীতে আরও দু'একটি পাইলট প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক ফলাফল এলজিইডি'র জন্য নতুন প্রেরণার উৎস হয়।

ফলশ্রুতিতে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে আরও ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য এলজিইডি প্রণীত "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের অওতায় ১০টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ১২টি রেগুলেটর নির্মাণের জন্য প্রদত্ত কার্যাদেশের মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী ও বান্দরবান জেলার শীলক খাল রাবার ড্যাম এবং ৬টি রেগুলেটরের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি রাবার ড্যামের মধ্যে নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার রাণীঘাট নদী, কুড়িগ্রাম জেলার জিনজিরাম নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী এবং দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদীতে মোহনপুর ব্রীজের নিকট রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ ৬০% থেকে ৮০% এবং ৬টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ ৫০% থেকে ৮০% সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের চলমান কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, এলজিইডি এ পর্যন্ত সারা দেশে ২৬টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। এই সকল রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত ১৪,৮৯০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের আওতায় আসায় ৯১,৫৬২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ১,৯৯,১৩৬ জন-দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাবার ড্যাম নির্মাণ জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসেবে নন্দিত হওয়ায় রাবার ড্যাম নির্মাণ এলজিইডি'র নিয়মিত কর্মকান্ড হিসেবে বর্তমানে বিবেচিত হবার কারণে উপরোক্ত প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত আরও ৬টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন পূর্বক বর্তমানে 'একনেক' -এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কাজের প্রকার	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিঃমিঃ)	১
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২
৩	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	২
৪	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন (হেক্টর)	২,০০০
৫	সমাপ্তকৃত উপ -প্রকল্প (সংখ্যা)	২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপর নির্মিত ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপর নির্মিত রাবার ড্যাম

উপরোক্ত ৩টি প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত			
		এসএসডব্লিউআরডিপি - জাইকা	পিএসএসডব্লিউআরএসপি - এডিবি	রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	মোট
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ (কিঃমিঃ)	৩৫	২১	১	৫৭
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	৮৭	২২	২	১১১
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	১০৬২	১২১০		২২৭২
৪	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন (হেক্টর)	১৩৫০৩	২২০৪৫	২০০০	৩৭৫৪৮
৫	খাল পুনঃ খনন (কিঃমিঃ)	২৫৪	২০৪	২	৪৬০
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প (সংখ্যা)	৩২	৭	২	৪১

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

"ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" -এর আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত ৫৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপকারভোগী সদস্যদের মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় 'পাবসস'-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসস'কে অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে 'পাবসস' -এর মাধ্যমে মোট ৫,৯০৫.৫৬ লক্ষ টাকার চাহিদা আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাওয়া যায় । এই চাহিদার বিপরীতে প্রাপ্ত ৮০০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। পরবর্তী সারনিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের তথ্যাদি

সর্বমোট			২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের তথ্যাদি				
জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে প্রকৃত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	উপ - প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৬১	৫৮০	৫,৯০৫.৫৬	৪৭	১০০	১৭৪	৮০০	রক্ষণাবেক্ষণকৃত ১৭৪ টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪টি রাবার ড্যাম অন্তর্ভুক্ত।

জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

এলজিইডি'র আওতায় জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের অক্টোবর মাস হতে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৬৮৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জাইকা'র অনুদান হিসাবে ৫,০৩০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি থেকে ৩১৫ লক্ষ টাকা সিডি ভ্যাট হিসাবে ও ৩৪০ লক্ষ টাকা In Kind আকারে প্রাপ্তির হিসাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বেশকিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন বর্তমানে চলছে। ৪জন দীর্ঘমেয়াদী জাপানী পরামর্শক, এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে স্বল্প মেয়াদী জাপানী পরামর্শক ও স্থানীয় পরামর্শক প্রকল্পটিতে কাজ করছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে বিতরণ ও প্রশিক্ষণ এবং উপ-প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণে পাইলট উপ-প্রকল্প এলাকার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। IWRM ইউনিটের MIS Database Software প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ একটি সম্পাদিত উপ-প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের কাজ চলমান। সে লক্ষ্যে, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (WMCA) উপর সমীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এলজিইডি তার কর্মকান্ডকে মানসম্মতভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারণার সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবল, বিভিন্ন গোষ্ঠী, ঠিকাদার, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও উপকারভোগীদের জন্য এলজিইডি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট, ১৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং এলজিইডি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সমূহের সহায়তা নেওয়া হয়। এছাড়া, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়েও এলজিইডি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারভুক্ত মোট ১৮৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬,৭৩১ ব্যাচ/ইভেন্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট ২,২২,৪১৫ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার দ্বারা ৭৩০,২৮৬ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের ১৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ৩,০৫১ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার দ্বারা ৯,৭২৩ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণ বাবদ উন্নয়ন বাজেটের ৮,০৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় যার দ্বারা মোট ২,১৯,৩৬৪ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৭,২০,৫৬৩ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৪৮% পুরুষ এবং ৫২% নারী। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী), উপকারভোগী এবং ঠিকাদার ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। নারী পুরুষ ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিসংখ্যান পরবর্তী সারনিতে দেয়া হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরন	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	মোট অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস
রাজস্ব বাজেট					
১।	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	২,৮৯৮	১৫৩	৩,০৫১	৯,৭২৩
উন্নয়ন বাজেট					
	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৭,৩০১	৬৪৭	৭,৯৪৮	১৯,৮৩৬
২।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী)	৪,৯৯৭	২,০২৯	৭,০২৬	১১,২৬৪
৪।	ঠিকাদার , চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল	১২,৫৪২	১১,৮৯২	২৪,৪৩৪	৪৬,৪৮১
৫।	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	৭৮,১৫১	১০১,৮০৫	১৭৯,৯৫৬	৬৪২,৯৮২
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	১০২,৯৯১	১১৬,৩৭৩	২১৯,৩৬৪	৭২০,৫৬৩
	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	১০৫,৮৮৯	১১৬,৫২৬	২২২,৪১৫	৭৩০,২৮৬

বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ ভেদে এবং পুরুষ ও নারী ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের তুলনামূলক চিত্র নিচের লেখচিত্র এবং বারচিত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে।

এলজিইডি প্রশিক্ষণে শ্রেণী ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য

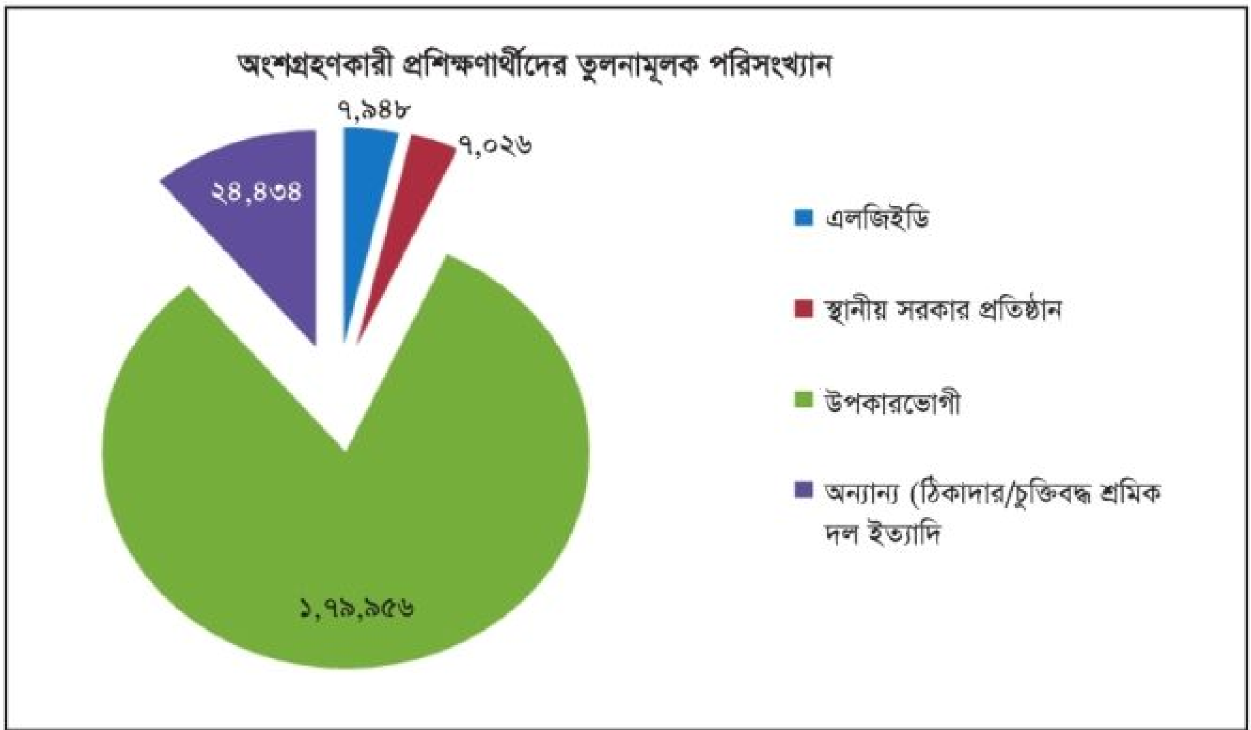

এলজিইডি প্রশিক্ষণে শ্রেণী ভিত্তিক নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য

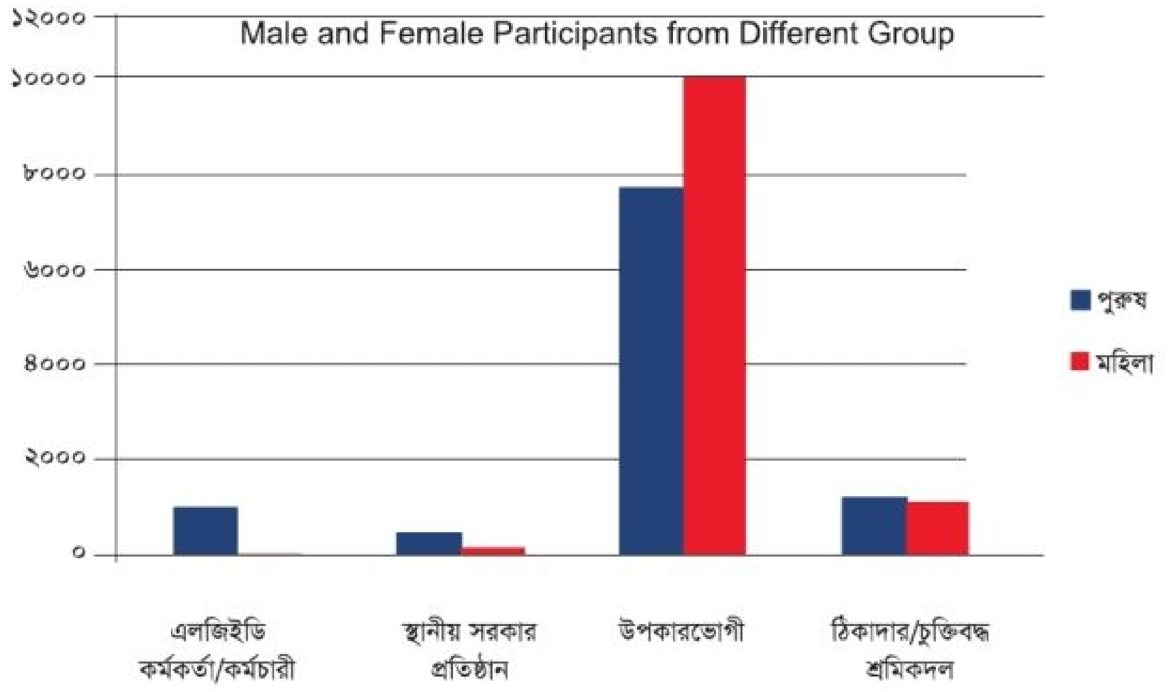

রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১১৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূলতঃ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ২,৮৯৮জন পুরুষ ও ১৫৩জন নারী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন যাদের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,১১৫জন এবং ৯৩৬জন। রাজস্ব বাজেটের উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স হলো ACR Writing incl. Office Management, Training of Trainers' TOT, Public Procurement Regulations (PPR), Quality Control QCT-1 (Soil, Aggregates and their tests), Quality Control QCT-2 (Bitumen, Cement, Concrete and their tests), , Bridge Planning and Construction Management (BPCM), Inspection and reporting, Bridge Construction Management, On-the job Training (Road Works), Concrete Technology and Building Works, Supervision of Infrastructure Construction, Flexible Pavement Construction.

উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নিচে বর্ণিত ২২টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, এলসিএস, ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)
2. Char Development and Settlement Project, Phase-IV (CDSP-IV)
3. City Region Development Project (CRDP)
4. Coastal Town Environmental Improvement Project (CTEIP)
5. Emergency 2007 Cyclone Rehabilitation & Restoration Project (ECRRP)

6. Enhancing Resilience to Disaster and Effect of Climate Change Project
7. Greater Rajshahi Division Integrated Rural Development Project (GRDIRDP)
8. Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP)
9. Integrated Water Resources Management Unit (IWRM) O&M
10. Northern Bangladesh Infrastructure Development Project (NOBIDEP)
11. Procurement Unit, PPRP-II (AF)
12. Participatory Small Scale Water Resource Sector Project (PSSWRSP)
13. Rural Employment and Road Maintenance Programme (RERMP)
14. Rural Transport Improvement Project (RTIP-2)
15. Rubber Dam Construction Project
16. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP)
17. South Western Bangladesh Rural Development Project (SWBRDP)
18. Small Scale Water Resource Development Project (SSWRDP-JICA)
19. Sunamgonj Community Based Resource Management Project (SCBRMP)
20. Urban Governance and Infrastructure Improvement Project, (UGIIP-2)
21. Urban Management Support Unit (UMSU)
22. Urban Partnerships for Poverty Reduction Project (UPPRP)

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও প্রতিনিধিবৃন্দ, ঠিকাদার, শ্রমিক, উপকারভোগী ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট ৬,৬২১টি ব্যাচে ২,১৯,৩৬৪ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৭,২০,৫৬৩ প্রশিক্ষণ দিবস সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১,০২,৯৯১ পুরুষ এবং ১,১৬,৩৭৩ নারী প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭,৯৪৮জন এলজিইডি কর্মকর্তা/কর্মচারী, ৭,০২৬জন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, ১,৭৯,৯৫৬ জন উপকারভোগী এবং ২৪,৪৩৪জন ঠিকাদার ও এলসিএস সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় যথাযথ গুরুত্ব দেয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৫জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে ১৫জন কর্মকর্তা বিদেশে কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারণিতে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত এলজিইডি'র বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Training / Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Study Tour	18-05-2014 to 29-05-2014	Indonesia & Philippines	IFAD MIDPCR & SCBRMP	8
2	Training on "Agricultural Infrastructure Improvement in Upland Group Farming Area for Rural Development"	13-05-2014 to 02-08-2014	Japan	JICA	1
3	"9th NARBO IWRM Training on IWRM Good Practices-The Laguna Lake Basin Experience"	12-05-2014 to 19-05-2014	Philippines	ADB	1
4	Counterpart training on "Participatory Agriculture Water Use Management"	19-04-2014 to 29-04-2014	Japan	JICA-TA Project	4
5	Study Tour	15-04-2014 to 22-04-2014	Indonesia		1
6	Training on "Rural Infrastructure Community Participation"	30-03-2014 to 13-04-2014	Thailand	JICA	10
7	Training on "Capacity Development of Rural Infrastructure Development"	07-12-2013 to 17-12-2013	Japan	JICA	5
8	Training on "Technical Information Exchange Program (TIEP)"	29-09-2013 to 08-10-2013	Cambodia & Laos	JICA-TA Project	3
9	Study Tour	20-08-2013 to 29-08-2013	Thailand		1
10	Training on "Disbursement Procedure of Japanese ODA Loan Project"	01-07-2013 to 09-07-2013	Japan	JICA	1
				Total =	35

Overseas Seminar/Workshop-LGED Engineers

SL	Seminar / Workshop	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	"3rd ADB -DMC and Partners Sanitation Dialogue"	27-05-2014 to 29-05-2014	Manila Philippines	ADB	1
2	Seminar on Global Project Plaza 2014"	20-05-2014 to 23-05-2014	Korea	KOTRA	1
3	"6th Space Application for Environment (SAFE) Workshop in the IGRSM 2014"	22-04-2014 to23-04-2014	AIT, Thailand	JAXA	1
4	Seminar on Evaluation of Japanese ODA Projects	24-11-2013 to 07-12-2013	Japan	JICA	2
5	Community Water Management in India	17-11-2013 to 24-11-2013	Gujarat, India		1
6	Regional Meeting under REG -PRO-DIKES Program	11-11-2013 to 13-1102013	Yangon, Myanmar	ADPC	1
7	5th South Asian Conference on Sanitation	21-10-2013 to 23-10-2013	Nepal	UPPRP & UGIIP-II	5
8	National Workshop on Jute Geo -textiles	19-09-2013 to 19-09-2013	India	Jute Geo -textiles	1
9	M & E write Workshop	02-07-2013 to 05-07-2013	Manila Philippines	IFAD MIDPCR & SCBRMP	2
				Total =	15

Basic Computer Operation প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন। মঞ্চে আরো উপস্থিত আছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ) ও প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী।

পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হতে পরিচালিত জরিপ প্রশিক্ষণ কোর্সে প্লেন টেবিল জরিপের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

RDEC ভবনে অনুষ্ঠিত ICT and its Application প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকের সাথে এক প্রশিক্ষণার্থীকে মত বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে।

Refresher training on Quality Control 1 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মত বিনিময় করছেন।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations ২০০৩ সরকার কর্তৃক জারি হওয়ার পর জানুয়ারি ২০০৪ -এ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ -এর বাস্তবায়ন মনিটরিংসহ ক্রয় কার্যক্রমে সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারেও এই ইউনিট কাজ করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই ইউনিট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১) সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় ঠিকাদার তালিকাভুক্তির অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্পণ করা হয়েছে।

২) Central Procurement Technical Unit (CPTU) -এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে এই ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই ইউনিট থেকে CPTU কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩) ৩০টি প্রকল্প ও ৬৪টি জেলার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

৪) সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২" এর আওতায় Engineering Staff College Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM)-এ ৩ সপ্তাহ ব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স অক্টোবর, ২০০৮ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৭টি ব্যাচে এলজিইডির ১০৭জন প্রকৌশলী কর্মকর্তা এই কোর্সের অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।**

৫) সিপিটিইউ কর্তৃক এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে e-GP System এর উপর ১ দিনের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী হতে প্রকল্প পরিচালক পদের প্রায় ৯০০জন কর্মকর্তাকে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-জিপি সফটওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে হাতে কলমে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬) e-GP PROMIS Software এর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ৭জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে সদর দপ্তরে ইতোমধ্যে e-GP/PROMIS Cell গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের দরপত্র কার্যক্রম ও চুক্তি বাস্তবায়নের তথ্য On-line PROMIS Software এ অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে off-line এ আহবানকৃত দরপত্রের তথ্য PROMIS -এ অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৮) এই ইউনিট স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে সময়ে সময়ে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করছে। অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে এলজিইডি'র অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে মনোনয়ন দিয়ে অন্যদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৯) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে PPRP-II(AF) প্রকল্পের আওতায় Disbursement Link Indicator-এর আলোকে LGEDর জন্য e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা ১,৪০০টির বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে ৫,১২৩টি দরপত্রের আহবান করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন ৩৬৫%। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে e-GP এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

১০) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে ৫৮% দরপত্রের আহবান e-GP পদ্ধতিতে হয়েছে। বর্তমানে ১০০% দরপত্র আহবান On-line প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার স্বার্থে e-GP বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের স্বার্থে e-GP ল্যাব গঠন করা হয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর তথ্যাদি

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহ হলো ঃ

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি

২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১৪টি

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি ও নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

মাঠে DCP দ্বারা CBR Test করা হচ্ছে।

ল্যাবরেটরীতে সিমেন্টের Compressive Strength Test করার জন্য Mortar তৈরী করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সুযোগ নেই নিচে বর্ণিত এমন অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে ঃ

1 Marshall Mixed Design.
2 Stability Determination of Bituminous Sample.
3 Extraction of Bitumen.
4 Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
5 Unconfined Compression Test of Soil.
6 Consolidation test of Soil.
7 Direct Shear Test of Soil.
8 Cone Penitration Test (CPT).
9 Calibration of Load Devices.

এছাড়া, বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থা ও রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসেবে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ সরকারের রাজস্ব খাত হতে প্রাপ্ত ১২৮.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেনা হয়।

1 Temperature Control Water bath

2 Cylinder Mould

3 Bitumen Extractor

4 CTM Machine

5 SPT Accessories

6 Electronic Balance

7 Testing Materials

8 Dial Thermometer

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলী ও ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ানগণকে Quality Control Unit -এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩১৯ জন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সম্পর্কিত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই বার্ষিক প্রতিবেদনে পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'এলজিইডি' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার কর্তৃক আদিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের বাইরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৯০ সাল থেকে সকল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন অবকাঠামো এলজিইডি নির্মাণ করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণ (যেমনঃ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, স্কুল শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ) নিশ্চিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে MDG অর্জনে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়ে গেছে। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে স্কুলগামী শিশুর হার বর্তমানে প্রায় শতভাগ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৭টি অর্থাৎ মোট ২৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ২টি ও জিওবি অর্থায়নে ৩টি অর্থাৎ মোট ৫টি প্রকল্প এবং সরকারের রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় ৪-তলা ও শহর এলাকায় ৬-তলা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই ভবন, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ কাজের সার্বিক মনিটরিং-এর জন্য সমঝোতা চুক্তি মোতাবেক একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'তে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। তবে নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক কাজ এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরী সেটআপ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে আধুনিক ল্যাবরেটরী আছে। স্কুল ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীসহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করে গুনগত মান বজায় রাখা হয়।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম এলজিইডি ও ডিপিই ও মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এবং জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের মাধ্যমেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয়েছে। এছাড়া, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য " উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১,৭১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, ৫,৮৪৪টি কক্ষ সম্প্রসারণ, ১টি পিটিআই কমপ্লেক্স, ২৭টি উপজেলা শিক্ষা অফিস ও ১৯টি জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হবে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে প্রকল্প ভিত্তিক অর্জিত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রধান অংগ	ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয়	মোট স্কুল অবকাঠামো সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সমাপ্ত	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		বাস্তব অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
						মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	পুনঃনির্মাণ	১৩৯৬২৩.৫৫	৫১০০	৫০০	৯৮৬৯.০০	৯৮০৯.০০	১০০%	জিওবি
২)	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ	৬৯০৬০.৯৬	১৫০০	৩৮৪	১৯৮৮৮.০০	১৯৭৫২.০৪	১০০%	জিওবি
৩)	ঝালকাঠী, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	২৫৬২৩.০০	১২	১	৪৯৭১.২৭	৪৯৬৯.২৭	১০০%	জিওবি
৪)	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি		৬০৮৪০৯.১৮			১৪২৩২৮.৬১	১৪০৬৯৭.৭৭	১০০%	এডিবি, আইডিএ, ডিএফআইডি, ইউ, ইউএস-এইড, ইউনিসেফ, জাইকা, এসআইডিএ, সিআইডিএ
		পুনঃনির্মাণ		২৭০৯	৮৩৩				
		কক্ষ সম্প্রসারণ		৩১৬৮৫	৫৮৪৪				
		বড় ধরনের মেরামত		১৮২৮০	২৯৬				
		উপজেলা শিক্ষা অফিস		৫০৩	২৭				
		জেলা শিক্ষা অফিস		৬৪	১৯				
		পিটিআই		৫৫	৭				
		আসবাবপত্র		১৫০০০	১০				
		সীমানা প্রাচীর/বাগান/খেলার মাঠ		৩০	৩০				
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) নির্মাণ		১	১				
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) মেরামত		১	১				
		বিভাগীয় অফিসের রেস্ট হাউজ		৭					
৫)	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	১৬৯৩২.৮০	১৭০		৩৯৩৬.০০	৩৯৩৬.০০	১০০%	আইডিবি

আলমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নওয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজবাড়ী সদর।

শিবরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

রামদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

হোস্টেল বিল্ডিং, ঝালকাঠি পিটিআই, ঝালকাঠি।

লালমনিরহাট পিটিআই একাডেমিক ভবন।

দারিদ্র্য বিমোচনে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জিত সাফল্য

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে ১,৪৫৫.৫৭ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ নারী শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২টি মহিলা বাজার সেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পল্লী অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মহিলা মার্কেট সেকশন, পটুয়াখালী

এলসিএস মহিলারা রাস্তা নির্মাণে এইচবিবি'র কাজ করছেন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

"রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে পরবর্তীতে রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশের সকল জেলায় ৪,৫৪৮টি ইউনিয়নে মোট ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ নারীকর্মী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ৯০,৯৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে অবদান রাখছে।

প্রকল্পটির আওতায় দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১০জন করে মোট ১৩,৭০০জন নারী কর্মী ১ম পর্যায়ে (জুন/২০১৫) কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং ২য় পর্যায়ে উপরে উল্লেখিত ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১৩,৭০০জন দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি সরকারী অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩,১৭৮টি ইউনিয়নের ৩১,৭৮০জন দুঃস্থ মহিলার প্রকল্প মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ নারী কর্মীর কর্মসংস্থান হবে।

প্রকল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরী দেয়া হবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তার দৈনিক মজুরী থেকে ৫০ টাকা তার সঞ্চয় একাউন্টে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হবে। এইভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর দু'বছর শেষে প্রত্যেকের সঞ্চয় দাঁড়াবে প্রায় ৩৬,০০০/- টাকা। এই অর্থে কর্মীগণ যাতে তাদের সুবিধামত আত্ম-কর্মসংস্থানের কাজ হাতে নিতে পারেন তার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণসমূহ লাভজনক আত্মকর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত হবে। কর্মী পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাব রক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাশরুম চাষ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি ও এর গুরুত্বের বিষয়ে ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সড়কসমূহের স্থায়িত্বের স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয় পার্শ্বে প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৫০০ গাছের চারা অর্থাৎ মোট ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বৃক্ষরোপণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণকে সপরিবারে একটি আত্মনির্ভরশীল পরিবার হিসেবে তৈরী করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে সারাদেশের ৪,৫৪৮টি ইউনিয়নে ৪৫,৪৮০জন মহিলা কর্মী নির্বাচন করা হয়েছে এবং সারাদেশব্যপী ৯০,৯৬০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক চলাচল উপযোগী রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় প্রকল্প শেষে ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ মহিলার আত্ম-কর্মসংস্থান উপযুক্ত ফল প্রদানে সক্ষম হবে এবং কর্মীগণ আর দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাবেন না। ফলে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ আত্মনির্ভরশীল হবে।

মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ এ, এফ, এম, রুহুল হক, এমপি ৩০ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলায় আরইআরএমপি মহিলা কর্মীদের সঞ্চয় হিসাবের চেক হস্তান্তর করছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব এ, বি, এম, মুস্তাকিম, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাতক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

সুনামগঞ্জ জেলায় IFAD-এর আর্থিক সহযোগিতায় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক জানুয়ারী ২০০৩ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল সুনামগঞ্জ জেলার গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। এই লক্ষ্য ছিল অর্জনে পাঁচটি কার্যক্রম যথাঃ সঞ্চয়ী সংগঠন সৃষ্টি ও ঋণ প্রদান; শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন; কৃষি ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটির বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে যার ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার অভিষ্ঠ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির অর্জন সম্পর্কিত তথ্য নিচে প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পটি ২,৯৯৫টি ঋণ সংগঠনের মাধ্যমে ৮৬,৭৩৭টি পরিবারকে সঞ্চয়ী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬,৭৩৭জন। এদের ৬১,৫৪৩জন (৭১%) সদস্যই নারী। বিভিন্ন মানবিক, সাংগঠনিক ও বিকল্প জীবিকা নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দক্ষ স্বনির্ভর জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সংগঠনগুলির সম্মিলিত সঞ্চয় ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় ও প্রকল্প ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। উপরোক্ত সকল সংগঠন প্রকল্প সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব উদ্যোগে পুঁজি গঠন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল প্রকার দায় দেনা মুক্ত হয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৯৭টি গ্রামীণ রাস্তার ৩৫২.৫৬ কিঃমিঃ পাকা করা হয়েছে, যার একটি বড় অংশ কমিউনিটি নিজেরাই LCS এর মাধ্যমে নির্মাণ করে আর্থিক ভাবে সরাসরি লাভবান হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকল্পে ২,৫৯৫টি নলকূপ স্থাপন; পানির আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য ১,২৬১টি সনোফিল্টার বিতরণ; স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার জন্য ৭৮,৪০৬টি ল্যাট্রিন স্থাপন; এবং সামাজিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৯টি বহুমুখী গ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ২১টি গ্রামে ৬.৩০ কি:মি: প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে যা ২১টি গ্রামের ৩,৬০০টি পরিবারের জীবন, সম্পদ রক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

নির্মিত আরসিসি রোডের পাশে লেংথ পারসন ও নারী সংগঠনের সদস্যরা বৃক্ষরোপণ করে পরিচর্যা করছেন। বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

নব নির্মিত সিসি ব্লক রোড, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

হাওরের ঢেউ/ বন্যা থেকে গ্রামের বাড়ীঘর রক্ষা করার জন্য নির্মিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলাধীন বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করছেন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলায় ১২ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিবিআরএমপি প্রকল্প সমাপনী ষ্টেক হোল্ডার ওয়ার্কশপে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাবু শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এই প্রকল্প ৩০০টি বিলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২৫০টি বিল (৬,০১৫.৫৩ একর) দরিদ্র মৎস্য জীবিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করেছে, যা সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ ব্যস্থাপনার সুফল লক্ষণীয় এবং প্রায় প্রতিটি বিলে মৎস্য উৎপাদন ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ যাবৎ ইজারা মূল্য হিসাবে সরকারী কোষাগারে ৩,৫০,১৯,৬৫১ টাকা জমা করা গেছে। এছাড়া, মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে একজন মৎস্যজীবি বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং বাংলা ১৪২০ সনে ১৭৯টি বিইউজি'র ৬,০৯৮ জন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১,৪৮,৩৮,৮৩৭ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ ও ৭৬,১১,৩৬১ টাকা মুজুরী হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ সর্বমোট লভ্যাংশ বিতরণ ও মজুরী প্রদানের পরিমাণ যথাক্রমে ৭,০০,০৫,১৭৬ টাকা এবং ৩,৭২,১৩,০১৩ টাকা। মাছের আবাসভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২৪২টি বিল পুনঃখনন করেছে। এছাড়া, সংযোগ ৫০টি অভয়াশ্রম স্থাপন, ৮৪টি বিলে ২,৯০,১৭০টি জলজ বৃক্ষরোপণ এবং ১১৮টি বিলের সীমানা চিহ্নিত পিলার স্থাপন এবং ৬৯টি বিলে, সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে যার পরিমাণ ৬৯.৯৫ কিলোমিটার করা হয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটি ৪৫টি বিল উন্নয়ন ও ১০ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখননসহ মৎস্য সম্পদ উপাঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। এ সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বার্ষিক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় বিইউজি'র সদস্যদের মধ্যে বিলের লভ্যাংশ বিতরণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ।

সিবিআরএমপি প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য চাষ

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে BRRI, DAE, BARI, DLS সহায়তায় সম্ভাবনাময় ফসলের প্রচলনের জন্য কৃষকের অংশগ্রহণমূলক মাঠ গবেষণা, গবেষণালব্ধ ফসলের সম্পসারণের জন্য প্রদর্শনী ও বীজ সহায়তা কর্মসূচি, পতিত ও এক ফসলি জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সেচ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ৮টি বারিড পাইপ স্থাপন এবং প্রাণীসম্পদের উন্নয়নে উন্নত জাত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য ৫টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, ২০টি উন্নত ষাঁড় সরবরাহ, পারিবারিকভাবে ভেড়ার খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৯৭জন অতিদরিদ্র মহিলার মধ্যে ২৯১টি ভেড়া বিতরণ, ২,৫৬৪টি সোনালী মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২১৪জনকে প্রশিক্ষণ ও কিটবক্স প্রদান করে ভ্যাকসিনেটর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে যারা এ পর্যন্ত ১,২১১টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৩,১৪,৯৭৮টি পশুর টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষুধ সেবন নিশ্চিত করেছে বসতবাড়ীতে স্থাপনযোগ্য ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৮টি মিনি হ্যাচারীর মতো লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যা গ্রামের কৃষকদের, বিশেষ করে নারীদের, বিকল্প আয় ও জীবনমান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বারিড পাইপের মাধ্যমে সেচ সুবিধা পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক, সিবিআরএমপি, এলজিইডি ।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীন ইফাদ ও স্প্যানিশ ট্রাষ্ট ফান্ড এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প। কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই পাঁচ হাওর অধ্যুষিত জেলায় জানুয়ারী ২০১২-জুন ২০১৯ মেয়াদকাল সম্বলিত এই প্রকল্প এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। হাওর অঞ্চলের দারিদ্র্যতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অংগসমূহ হলো যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের দরিদ্রতম অঞ্চলসমূহের অন্যতম। তাই, বাংলাদেশ সরকার হাওর অঞ্চলের দারিদ্র্যতা নিরসনের অংশ হিসাবে এই প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। হাওরের ভৌগলিক অবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থার কোনটিই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইতিবাচক নয়। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানসহ অপরাপর প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে দরিদ্র জনগণের যোগাযোগের অভাব, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র নারী পুরুষের অংশগ্রহণ না থাকা, নারী প্রধান পরিবার/ পরিবারে পুরুষের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এসব কিছুই হাওরবাসীর উন্নয়নের অন্তরায় বিধায় 'হিলিপ'-এর লক্ষ্য হচ্ছে **কর্মসংস্থান ও স্থানীয় সম্পদে স্থানীয় নারী পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাওরবাসীর ক্ষমতায়ন,** যা এই জনগোষ্ঠীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করে জনপদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

- সংগঠন তৈরী
- রাস্তা ও গ্রাম/বাজার রক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে স্থানীয় জনগণের জন্য স্বল্পমেয়াদি আয়মুখী কাজের
- প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্থানীয় সম্পদে স্থানীয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা
- বাজার উন্নয়ন
- লভ্যাংশের অর্থে ব্যবসায়ি উদ্যোক্তা তৈরী

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন
কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগ

এই অংগের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন এবং ঐ সমস্ত সড়কের উপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মালামাল ওঠা- নামার জন্য কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটও নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলির তথ্যাদি নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

হাওর এলাকায় নির্মিত একটি উপজেলা সড়ক

কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগের অর্জিত অগ্রগতি

উপ-অংগ	ভৌত অগ্রগতি (২০১৩-১৪)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৭	২৭
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৮	২৮
উপজেলা সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৮৬	৪৫
ইউনিয়ন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ(মিটার)	২৮৬	৪৪
গ্রামীন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	১৬১	৫৩
সুনামগঞ্জের সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	২২৮	৪৩৫
ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	৮	৪
পিপিআর এবং নির্মাণ অবকাঠামোর মান সম্পর্কে ঠিকাদারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	১০	৫
আইএমসি কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ (বার)	২১০	২০০

কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগ

প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্থানীয় জনগণ স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। এবছর রাস্তা, বাজার উন্নয়ন এবং খাল খনন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৮,৮১৪জনের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে ৫,৫৬৭ জন পুরুষ এবং ৩০৪৫জন নারী। ১৬টি এলসিএস দলে ৪৩৬জন এলসিএস সদস্যের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে ১৮,৫৩,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩৮জন নারী পেয়েছে ৫,৮৬,৮১৬ টাকা।

ব্লক স্থাপন করছে এলসিএস সদস্যরা

কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অংগের অর্জিত অগ্রগতি

সাব কম্পোনেন্টসমূহের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৩ -১৪)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রামীন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩২	৩২
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন (কিলোমিটার)	১০	২
এলসিএস এর মাধ্যমে গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	৫
বাজার রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	১
এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	২৬৩	৩০৯

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অংগ

এই অংগের আওতায় 'সিবিআরএমপি' কর্তৃক হস্তান্তরিত ২৬৫টি বিলে 'হিলিপ' বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও ফসলে সেচের সুব্যবস্থার জন্য ৩ কিলোমিটার খাল খনন করেছে। সেইসঙ্গে ১টি হিজল করচ বন সৃজন ও ৪টি হিজল করচ নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। ১৯২টি বিল ব্যবহারকারী দলে সর্বমোট ৭,৬৮১জনকে ১২,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১,৫৮৩জন। মৎস্য সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য এই প্রকল্প জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

'বিউজি' সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ধরা বিলের মাছ

লাইভলিহুড প্রটেকশন অংগ

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যা তাদের স্বকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে। এই প্রতিবেদন সময়কালে ১,০১১টি 'সিআইজি' দলে ২৪,৯৮৪জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে যার মধ্যে ১৪,৯৬২জনই নারী। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উৎসাহী বেকার যুব নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে ১২০জনকে নির্বাচন করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Paravets তৈরী করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১১জন নারীও রয়েছে।

প্রদর্শনীর প্লট তৈরী করছে খালিয়াজুরির কৃষক

লাইভলিহুড প্রটেকশন অংগের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৩-১৪)	অর্জন (২০১৩-১৪)
'সিআইজি' দল গঠন	দলসংখ্যা	১১৮১	১০১১
সিআইজি দল প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৬৭৩	৪৩২
প্রদর্শনী শস্য	সংখ্যা	১৪৬	১২২
প্রদর্শনী প্রাণিসম্পদ	সংখ্যা	১৩২	১০৬
প্রদর্শনী মৎস্য	সংখ্যা	৪৩	৪০

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মী ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির কর্মীদেরকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, স্কীম প্রস্তুতকরণ এবং মাননিয়ন্ত্রণ, আইসিটি কম্পিউটার, খাল খনন সফটওয়্যার ব্যবহার, পিআরএ, মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেন্ডার মূলধারাকরণ বিষয়ের উপরেও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ৬,১৯১জন এলসিএস এবং ৯,৬৯৭জন সিআইজি সদস্যও প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় উৎসাহী বেকার যুব নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে নির্বাচন করে ১১জন নারীসহ মোট ১২০জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Paravets হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের হিলিপ কর্মএলাকা পরিদর্শন

এবছর সরকারী পর্যায় থেকে পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য 'হিলিপ'-এর কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেন। IFAD-এর সুপারভিশন মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ- Ms.Hoonae Kim , Director, Asia-Pasific Region, IFAD , Mr. Hubert Boirard, New CPM, Bangladesh এবং ফটো মিশন 'হিলিপ'-এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

টোকেরঘাটে এলসিএস সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরণ করছেন IFAD-এর Asia-Pacific অঞ্চলের ডিরেক্টর Ms. Hoonae Kim

এলসিএস দ্বারা নির্মাণাধীন একটি রাস্তা ইফাদ সুপারভিশন মিশন পরিদর্শন করেছেন।

জেন্ডার মূলধারাকরণে 'হিলিপ'-এর বিশেষ কার্যক্রম

জগন্নাথপুরের গারো সম্প্রদায়ের পাশে 'হিলিপ'

নেত্রকোণা জেলার সীমান্তবর্তী আদিবাসি (গারো) অধ্যুষিত গ্রাম জগন্নাথপুর। এই গ্রামের গারো সম্প্রদায়ের চাহিদা আজ পর্যন্ত কারো উন্নয়ন ভাবনায় ঠাঁই পায়নি। হিলিপ থেকেই সর্ব প্রথম এই জনগোষ্ঠীর ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিয়ে এখানে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু। বর্তমানে ১৭ জন নারীসহ মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সিআইজি' গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে 'সিআইজি' সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর কৃষি এবং প্রাণীসম্পদ বিষয়ক প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণ এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে লাভবান করছে।

মাতৃত্ব ও নারীর দারিদ্র

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কম্পোনেন্ট এর আওতায় এই প্রকল্পে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা নারীরা এলসিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরা একাধারে যেমন পরিবারের ভরণপোষণকারী, তেমনি এদের অনেকেই শিশু সন্তানের জননী। মায়ের অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত পরিবারে শিশুর দেখাশুনা করার মত আর কেউ থাকে না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার ইস্যু হিসেবে বিবেচনায় এনে 'হিলিপ' কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সাইটে 'ডে-কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরীর নিয়ম চালু করেছে, যার ফলে মাতৃত্বের পাশাপাশি নারীর জন্য শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজসাধ্য হচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পে একদিকে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে নারীরা অংশ নিয়ে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে, 'লাইভলিহুড প্রটেকশন' অংগে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে নারীরা স্বকর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাচ্ছে। এই অর্থ বছরে এলসিএস দলে ৩,২৪৭ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং ৬,০৫০ জন নারী 'সিআইজি' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪০ জন এই অংগের তিনটি ক্ষেত্রে প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে।

লভ্যাংশের অর্থে নারী উদ্যোক্তা তৈরী

প্রকল্পে এ যাবৎ ১৬টি এলসিএস দলের ১৩৮ জন এবং ১৯২টি বিল ব্যবহারকারী দলের ১,৫৮৩ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১,৭২১ জন নারীকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকল্পের পরামর্শে মুদি দোকান, হাঁস-মুরগী পালন এবং ছাগল, ভেড়া বা বাছুর পালন জাতীয় এই ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তা হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। ১,৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় ১৬.৫০ কোটি লোক অতীব ঘনবসতিতে বাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০৫৭জন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭০% গ্রামে বাস করে। এ দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, ৪৮ শতাংশ শ্রমিক কৃষিখাতে শ্রম দিয়ে থাকে যা মোট জিডিপি'র ২১ শতাংশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা, আইলা, সিডর, মহাসেন ও বন্যায় কৃষিযোগ্য আবাদি জমির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হলেও বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঝারী থেকে অতি দরিদ্র জেলা সমূহের মধ্যে উপকূলীয় জেলাসমূহ অন্যতম। আয় বৈষম্যই সার্বিক পরিস্থিতির মূল কারণ। সম্পদের অসম বন্টন, আয় বৈষম্য ও কঠিন দারিদ্র্যতার কারনে অবহেলিত এই জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে এহেন বিপদ সংকুল প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বমন্ডলীয় ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বা সমুদ্রের পানি বৃদ্ধিজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কারনে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক বিশাল এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হবে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্রের পানিতে বেড়ী বাঁধ প্লাবিত হয়ে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং চাষাবাদযোগ্য বিশাল অঞ্চল চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন ডাটা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের অনেকেই বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের বাইরে বাস করায় অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে মূল ভূমিতে স্থানান্তর করা সম্ভব নয় বিধায় এসব এলাকার জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত অবস্থার মোকাবেলায় দক্ষ এবং সৃষ্ট অবস্থার সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন।

জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্পের (CCAPP) মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

১। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নির্ধারিত কৃষি/চাষাবাদ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন উদ্যোগ গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

২। গরীব/দুস্থ নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ।

৩। স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ, বিশেষ করে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাতের বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।

৪। নির্ধারিত চাষাবাদযোগ্য এলাকায় ড্রেইনেজের উন্নয়ন, খাল খনন, বন্যামুক্ত বাঁধ/সড়ক নির্মাণ, ড্রেইনেজের উন্নয়ন এবং LCS মহিলাদের জন্য IGA প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

Climate Change Adaptation এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধক প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন জনগোষ্ঠী ও বেসরকারী খাতের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এলজিইডি'র মূল লক্ষ্য।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির অধীন প্রকল্প এলাকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের মাধ্যমে ৮৪ কিলোমিটার মাটির রাস্তা/বাঁধ, ১৩.২৪ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক ও ৬৭.০৫ মিটার ড্রেইনেজ অবকাঠামো (কালভার্ট/ইউ-ড্রেইন) নির্মাণ, ৫.৭৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ৫২১মিটার রাস্তা/বাঁধের স্লোপ প্রোটেকশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৩,৪৭৫জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের মধ্যে ২,৮৪০জনই দুঃস্থ নারী। সৃষ্ট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ২,৮০,০০০ জনদিবস।

এলসিএস মহিলারা মাটির রাস্তার কাজ করছে

Danida Appraisal Mission মাঠ পর্যায়ে এলসিএস মহিলাদের সাথে জলবায়ু অভিযোজন কর্মকান্ডের বিষয়ে মত বিনিময় করছেন

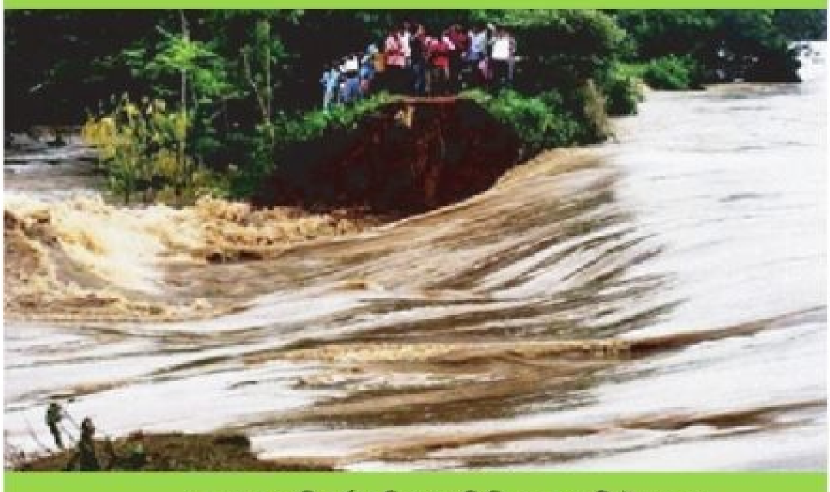

জলবায়ুর পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি উদাহরণ

'সিডর'-এ ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্প এলাকার চিত্র

এলসিএস নারীরা ইউ- ড্রেন নির্মাণে কাজ করছেন

এলসিএস নারীরা খাল খননের কাজ করছেন

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি একটি 'সেফটি নেট' প্রকল্প এবং এটি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের সাথে স্থানীয় দুঃস্থদের অভিযোজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভূত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম কমিউনিটি সম্পদ, যথা-কৃষি ফসল রক্ষার নিমিত্তে বন্যা প্রতিরোধ বাধ নির্মাণ, ড্রেনেজ খাল উন্নয়ন, কমিউনিটি বসত ভিটা উচুকরণ, পশু সম্পদের জন্য বন্যাকালীন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র/ মার্কেট সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হয় এবং উপকার ভোগীদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি এবং আত্নকর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পে কম পক্ষে ৭০ শতাংশ নারী নিয়োগের শর্ত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পে ৯০ শতাংশেরও বেশী নারী কর্মী নিয়োজিত আছেন। প্রতি জন নারী দু'বছরের জন্য প্রকল্পে নিযুক্ত হন এবং দুই শুষ্ক মৌসুমের জানুয়ারী-জুন সময়ে প্রতি মৌসুমে ১০০ দিন করে পূর্ত কাজ সৃষ্টি করা হয় এবং জুলাই - ডিসেম্বর মেয়াদে ১৮০ দিন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ কালে কর্মীগণ মাসে ২২.৫ কেজি চাল/গম এবং ৬৫০ টাকা নগদে পান এবং জানুয়ারী-জুন মেয়াদে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে প্রতিদিন খাদ্য/টাকা পান গড়ে ৪ কেজি চাল/গম, ২০০ গ্রাম ডাল এবং ১০০ গ্রাম ভোজ্য তেলসহ নগদে ৫৮ টাকা পান। প্রকল্প মেয়াদ শেষে আত্নকর্মসংস্থানের জন্য নির্বাচিত ৩০,০০০ কর্মী এককালীন ১২,০০০ টাকা অনুদান এবং ২ মাস অন্তর অন্তর ১,০০০ টাকা করে তিন কিস্তিতে ৩,০০০ টাকা ভাতা পাবেন। এ কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারগুলিকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করছে।

সংক্ষেপে প্রকল্পটির ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের কর্মকান্ড

বরাদ্দ	ঃ	১৪০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
বাংলাদেশ সরকার	ঃ	১০০ কোটি টাকা
ডব্লিউ.এফ.পি	ঃ	৪০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
অংশগ্রহণকারী	ঃ	৭৯,৫০০ পরিবার
মোট উপকারভোগী	ঃ	৩,৯৭,০০০ জনের ও বেশী

পূর্ববর্তী পর্যায়ের অর্জন

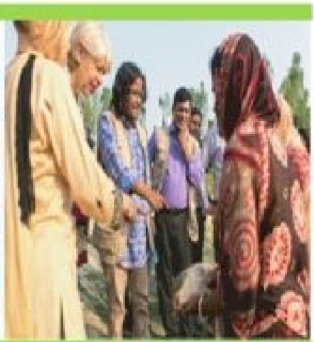

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহকারী নির্বাহী পরিচালক মিস এলিজাবেথ রাসমুসন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস জার্বেন ডি জং 'ইআর' প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের মাঝে খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ পরিদর্শন করছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস ওয়ানজা ক্যাম্পস দা নবরিগা বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কর্মকর্তাদের সাথে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনসহ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

- কমিউনিটি দূর্যোগ সক্ষমতা বেস লাইন স্কোর ৫.৬ থেকে ৪১.২ এ উন্নীত করা হয়েছে। দূযোর্গ মোকাবেলা অবকাঠামো সক্ষমতা ও দূর্যোগ প্রবণতার ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে;
- ১২৮টি কমিউনিটির জন্য উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৬৫ কিলোমিটার বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ, ৯৫টি ক্লাস্টার হোমস্টেড উঁচুকরণ,৭৫ কিলোমিটার সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন অন্তর্ভুক্ত আছে;
- ৭৯,৫০০ পরিবারের অংশগ্রহণকারীকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, নগদ অর্থ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- দুর্যোগপ্রবণ ১২২টি ইউনিয়নের উক্ত পরিবারের সদস্যসহ ৩,৯৭,০০০জন লোক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন;
- যথেষ্ট পরিমান পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন হয়েছে; খাদ্য গ্রহনে ডাইভারসিটিসহ যথেষ্ট পরিমান খাদ্য গ্রহন করে এরূপ পরিবারের অনুপাত ৫০ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহে মহিলা লীডারশীপ ৬০ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ

লোকাল লেভেল প্ল্যানিং

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জন প্রতিনিধি, মহিলা/পুরুষ কমিউনিটি সদস্য, স্থানীয় অভিজাত, স্থানীয় দুঃস্থ জনগণ, স্কুল শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি পরিকল্পনা ওয়ার্কশপে ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে স্কীমের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা হয়। অগ্রাধিকার নিরূপণের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক জনগণকে উপকার প্রদান করে এমন স্কীমসমূহকে প্রাধান্য দেখা করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার তালিকা হতে সর্বাধিক জনগণের উপকারে এমন স্কীম গ্রহণ করা হয়।

দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো

স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার, কমিউনিটি বসত ভিটা উচুঁকরণ, পশু সম্পদের জন্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ/মাঠ উচুঁকরণ, নিষ্কাশন/সেচ খাল উন্নয়ন, সড়ক কাম বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত স্কীমসমূহের বিস্তারিত মাপ গ্রহণ করতঃ দুর্যোগ সক্ষম ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। নির্মাণ কাজ স্থানীয় দুঃস্থ নারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় যাতে তাদের আয় তথা পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ

প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আপদকালে বেঁচে থাকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আপদকালে কখন আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হবে, কি করে আপদকালের জন্য খাদ্য/সুপেয় পানি সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যাতে প্রকল্প থেকে ফেজ আউটের পর তারা পুনরায় দুঃস্থতা ও অসহায়ত্বে ফিরে না যান এবং তাদের জীবন যাত্রার মান বজায় থাকে।

উৎপাদন মুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান

নারীগণ নগদ অনুদান ও মাসিক ভাতা পান বিনিয়োগ ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য যা অর্থনৈতিক দৃঢ়তা দেয় এবং তাদের পরিবারকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করে।

অংশগ্রহণকারীদেরকে দু'বছরে ২০০ দিনের জন্য 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টাকা' এবং ১২ মাসের প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ (প্রতিমাসে ১৫ ঘন্টার সেশন) প্রদান করা হয়। স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি সম্পর্কিত কাজ বাস্তবায়নের সময়ে প্রতিজন অংশগ্রহণকারী গড়ে প্রতিদিন ২ কেজি চাল, ২০০ গ্রাম ডাল ও ১০০ গ্রাম ভোজ্যতেল সহ নগদ ৫৮.০০ টাকা পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণকালে তারা মাসিক ২২.৫০ কেজি চাল ও ৬৫২ টাকা পান। তৃতীয় বছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের মহিলারা বিনিয়োগের জন্য প্রতিজন ১২,০০০ টাকা অনুদান এবং ৫০০ টাকা হারে ৬ মাস পর্যন্ত মাসিক ভাতা পান।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকার এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির মধ্যে জোরদার অংশীদারিত্ব আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্কীম নির্বাচন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কারিগরী ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করে। এলজিইডি সকল নগদ অর্থ প্রদান করে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে।

প্রকল্পটি নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে; অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশই নারী। খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ ও তদারকির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলি প্রধানতঃ নারীদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। তাছাড়া, নারীরা তৃতীয় বৎসরে বিনিয়োগের জন্য অনুদান পেয়ে থাকেন।

অংশ গ্রহণকারীদের নেতৃত্ব দানের জন্য প্রধানত নারীদের নির্বাচিত করা হয়। যারা এনজিও এর সাথে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং মজুরী বাবদে প্রাপ্ত খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ করে। নির্বাচিত নেতা হিসেবে নারীগণ প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কমিউনিটিতে সহায়তা করছে মর্মে পরিচিতি পায়।

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি খাদ্য/ টাকার বিনিময় কাজের কার্যস্থলে শিশু পরিচর্যা, ছাউনি, খাবার পানি ও টয়লেট ইত্যাদি প্রদান করেছে যা কমিউনিটি এবং কর্মীগণ বিশেষভাবে প্রশংসা করেছে।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদ এর অর্থায়নে গৃহীত **"অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর"** শীর্ষক প্রকল্পটি টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করাই হচ্ছে এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকল্পটি ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৫৯টি নতুন উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ৩০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি ২২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ৩২০টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২,৬৩২জন নারী এবং ৫,৮৬৮জন পুরুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের আওতায় সরাসরি কাজ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক জনবল, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে ৭৯৫টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে ১৯,৬৫৭জন পুরুষ ও ১২,২৫০জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে ৫৮,৯৬৮ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে।

তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৭৫টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ), ১৬৮টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (এফএস) এবং ১৪০টি উপ-প্রকল্পের ডিটেইল্ড ডিজাইন (ডিডি) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কাঁচনা বিল উপ-প্রকল্প, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ।

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্র্যের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ২.৫ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্র্যের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৮১.১৮ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটি দেশের ২৩টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাষ্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কমিটিগুলো ৩৫,০৯,৮৪১ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই 'কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না বিধায় তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থলের উন্নয়নের জন্য ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, বাজার ছাউনি নির্মাণ, মজা পুকুর পুনঃখনন, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী 'সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ' (SCG) গঠন করে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঋণের টাকা নিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে ও সাহস যোগাচ্ছে ''নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি।

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের মাননীয় প্রশাসক ও ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র কর্তৃক ইউপিপিআর আয়োজিত নগর খাদ্য উৎপাদন দিবস ২০১৪ উদ্বোধন।

সাভার নগর খাদ্য উৎপাদন মেলা-২০১৪, স্টল পরিদর্শন করছেন দর্শনার্থীরা

সাভার ইউপিপিআর প্রকল্পে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠান

ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে স্থাপিত পোলট্রি ফার্মের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের একটি দৃশ্য

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শিক্ষানবিস	১৩,৮২৩	১,০৩৮	২,৭৮,৬৯৭
২	ব্লক গ্রান্ট	১৮,৭৩০	৯২৮	
৩	শিক্ষা অনুদান	৩৮,৫৬৬	২,১২৭	
৪	সামাজিক উন্নয়ন	১,৮৭,৯৩৫	৬১৬	
৫	নগর খাদ্য উৎপাদন	১৯,৬৪৩	৩৮০	
	সর্বমোট	২,৭৮,৬৯৭	৫,০৮৯	

এলজিইডি'র কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,৪৫৫.৫৭ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	১,০১৯.৮২	১,০১৮.২৯
	খ) নগর অবকাঠামো	১০৮.৭০	১০৭.৮১
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	২৫৩.৫৭	২৫১.০৪
২।	রাজস্ব খাত	১০৭.১৮	১০৭.১৩
	মোট	১,৪৮৯.২৫	১,৪৮৪.২৫ (৯৯.৬৬%)

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি

মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে বয়ে নেবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকটি প্রকল্প এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে অন্যদিকে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এহেন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী নিচে উপস্থাপিত হলো।

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২২.৯৬ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলায় ৬৩টি স্মৃতিস্তম্ভ ও ৪টি মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ৩১টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২টি মিউজিয়াম নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। ৩২টি স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শুরু করার জন্য চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা জুন ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
২	প্রকল্পের নাম	ঃ	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১,০৭৮.৫০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	৪২২টি উপজেলায় ৫ তলার ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২,৫০০ বর্গফুট। ১ম ও ৩য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। ২য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	ইতোমধ্যে ১১৮টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৩।	প্রকল্পের নাম	ঃ	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২২৭.৯৭ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	ভূমিহীন ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৮৪টি উপজেলায় ২,৯৭১টি ৫০০ বর্গফুটের তিন কক্ষবিশিষ্ট বাসস্থান নির্মাণ করা হচ্ছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রায় ৫০০টি ভবনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮০টি ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।

৪ ।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ প্রকল্প ।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৬৫.৪৭ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	ডিসেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
	কার্যক্রম	ঃ	ঢাকাস্থ কাকরাইলে ৩টি বেইজমেন্টসহ প্রতিটি ফ্লোরের জন্য ৭,৫০০ বর্গফুটের ১৮তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হবে ।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ।
৫ ।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মিরপুরস্থ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকার ৯.২৪ একর জমির উপর "মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ" প্রকল্প ।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৬৯.০০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
	কার্যক্রম	ঃ	প্রতিটি ফ্লোরে ৬টি ফ্ল্যাটের (প্রতিটি ১০০০ বর্গফুটের) ১৫তলা বিশিষ্ট ২৪টি ভবন নির্মাণ করা হবে । কমপ্লেক্সে খেলার মাঠ, ধর্মীয় উপাসনালয়, লেক, ওয়াকওয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে । ১ম পর্যায়ে ২৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি ভবন নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে । প্রতিটি ভবনে সোলার লাইটিংসহ রেইন ওয়াটার হার্ভেসটিং-এর ব্যবস্থাও থাকবে ।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ।

১৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বাসস্থানের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি বক্তব্য রাখছেন ।

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায় নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমানের জন্য নির্মিত বাসস্থান

এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড

রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজে পানির ঘাটতি তথা তীব্র সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে লাগসই ও স্বল্প ব্যয়ের পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হিসাবে এলজিইডি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় বাঁকখালী নদী এবং রামু উপজেলায় ঈদগাঁও খালে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাইলট প্রকল্প দু'টির সাফল্যের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৯৯৮ সালে শেরপুর জেলায় ৩য় পাইলট প্রকল্প হিসাবে ভোগাই নদীর উপর আরও একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। নির্মিত এই তিনটি পাইলট প্রকল্প শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি পুনরায় জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৮ মেয়াদে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৯টি জেলায় ১১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে।

শুষ্ক মৌসুমে কৃষি উৎপাদনে রাবার ড্যাম একটি কার্যকর অবকাঠামো হিসেবে জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে নন্দিত হওয়ায় এলজিইডি কর্তৃক জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে ৯টি জেলায় আরও ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে আরও রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য জনগণ তথা জনপ্রতিনিধির চাহিদা থাকায় একই প্রকল্পের আওতায় শেরপুর, লালমনিরহাট ও সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি কর্তৃক আরও ৫টি রাবার ড্যাম জুন ২০১৬ এর মধ্যে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী এবং বান্দরবান জেলার শীলক খালের উপর নির্মিত ৪টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ৬টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে নতুন ভাবে শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী এবং দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী রাবার ড্যামের কার্যক্রম, ৬টি অসমাপ্ত রেগুলেটর এবং অসমাপ্ত নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, দিনাজপুর জেলার মোহনপুর ব্রীজের নিকট আত্রাই নদী রাবার ড্যামের কার্যক্রম গৃহীত হয়। উপরোক্ত চলমান ৯টি রাবার ড্যামের মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৩টি (দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী এবং ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী) রাবার ড্যাম ও ৪টি রেগুলেটরের নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত এবং ৫টির ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি ৮০% থেকে ৯০%।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ জেলার ঘাঘটিয়া খালে ৩০ মিটার এবং গজারিয়া খালে ১৫০ মিটার দীর্ঘ ২টি রাবার ড্যামের নতুন কার্যক্রম এবং ৬টি অসমাপ্ত (নওগাঁ জেলার আত্রাই, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম, শেরপুর জেলার ভোগাই, লালমনিরহাট জেলার ধরলা এবং দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী ও মোহনপুর ব্রীজের নিকট আত্রাই নদী) রাবার ড্যামের নির্মাণ কার্যক্রম গৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে এবং চলমান ৮টি রাবার ড্যামের মধ্যে ৭টির গড় অগ্রগতি ৮০%। অবশিষ্ট একটির অগ্রগতি ২০%।

বিগত ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার আত্রাই নদীর উপর নির্মিত ১৩৫ মিটার দীর্ঘ এবং বোচাগঞ্জ উপজেলার টাংগন নদীর উপর নির্মিত ১০০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন। রাবার ড্যাম ২টি নির্মাণে যথাক্রমে ১,৫৫৪ লক্ষ টাকা এবং ৯১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আত্রাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের আওতায় ১,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। এর ফলে বোরো ধানের উৎপাদন ২০০০ টন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় যার আর্থিক মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। টাংগন নদীর উপর নির্মিত রাবার ড্যামের আওতায়ও ১,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। এর ফলে বোরো ধানের উৎপাদন ৩,১০০ টন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় যার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলায় শিলক খালের উপর নির্মিত ২৮ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

দরপত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২ জুন ২০১১ তারিখে ই-জিপি (Electronic Government Procurement) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে পাইলট হিসেবে যে ৪টি সংস্থায় ই-জিপি চালু করা হয়েছে, এলজিইডি তাদের মধ্যে অগ্রণী। এ কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসেবে এ পর্যন্ত এলজিইডি প্রকল্প অফিস পর্যায়ে ৫০টি, জেলা পর্যায়ে ৬৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৫টি পিই (PE) অফিস স্থাপন করতে পেরেছে, যা সংখ্যার বিচারে অন্য ৩টি সংস্থার চাইতে কয়েকগুন বেশী। এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রকল্প অফিস ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী হতে প্রকল্প পরিচালক পর্যন্ত ১,০০০ জন কর্মকর্তাকে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা e-Tendering -এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে PPRP-II(AF) প্রকল্পের আওতায় Disbursement Link Indicator এর আলোকে LGED এর জন্য e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের জন্য ১,৪০০টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ঐ সময়ে প্রকৃতপক্ষে e-GP পদ্ধতিতে ৫,১২৩টি দরপত্রের আহবান করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় তুলনায় অর্জন ৩৬৫%। উল্লেখ্য যে, এলজিইডিতে উক্ত অর্থবছরে মোট দরপত্রের মধ্যে (e-GP+সনাতন পদ্ধতি) প্রায় ৬০% দরপত্রের আহবান e-GP পদ্ধতিতে হয়েছে। বর্তমানে দরপত্র আহবান On-line প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার স্বার্থে e-GP বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য সদর দপ্তর পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাবরেটরী গঠনের কার্যক্রম চলছে।

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত ব্যাতিত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জেন্ডার সমতায়নে এবং তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড মূলতঃ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এই তিনটি প্রধান সেক্টরকে ঘিরেই পরিচালিত হয়। এ সকল কার্যক্রমের সকল স্তরে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি'র ২০০৮-১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রণীত "জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা"কে সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণে সময়োপযোগী করে ইতিমধ্যে এলজিইডি'র একটি জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল প্রণীত হয়েছে। উক্ত কৌশলের ৯টি ক্ষেত্রকে অনুসরণ করে সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে সকল প্রকল্প (জিওবি ও প্রকল্প সহায়তাপুষ্ট) প্রণয়নকালে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী স্বাক্ষরিত পরিপত্র ইতিমধ্যে জারী করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলের ক্ষেত্রসমূহের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার মনিটরিং ফরমেটও প্রণয়ন করা হয়েছে।

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পের বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ এলজিইডি'তে জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫। এই ফোরামের সভাপতি হিসাবে এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) ও সহ-সভাপতি হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও আইন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প ভূমিকা পালন করেন।

ডে-কেয়ার

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'তে 'ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালিত হয়। এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে তাদের ছোট ছোট শিশুদেরকে কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক চাপ ছাড়াই তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টিই এই 'ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালনার উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য এই 'ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালনা করা হয়।

ডে কেয়ার সেন্টারের দু'টি দৃশ্য

ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ১জন সুপারভাইজার, ১জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ৫ জন 'কেয়ার গিভার' রয়েছে। এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (প্রশাসন) সভাপতিত্বে 'ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালনা কমিটি ২ মাস অন্তর ডে-কেয়ারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। এছাড়া 'ডে-কেয়ার সেন্টার'-এর বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণকে নিয়ে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সদস্য-সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিতে প্রস্তাব রাখেন।

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি সুনির্দিষ্ট বাৎসরিক (জুলাই-জুন) কর্মপরিকল্পনাকে অনুসরণ করে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়ে এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করে থাকে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন। পরিদর্শনের লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলি হলো-কাজের উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (বসার সুব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, নির্মাণ সাইটে নারীদের জন্য পৃথক লেবার শেড ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা), ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং সম-পরিমাণ কাজের জন্য সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা, শ্রমিক হিসেবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরূপিত হয় কিনা, মহিলা বিপনী সেকশন 'মহিলা' দ্বারা পরিচালিত হয় কিনা, জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা, জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা এবং জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা, প্রতি ৩ মাস অন্তর জেলা থেকে পল্লী উন্নয়ন সেক্টর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের জন্য প্রণীত 'জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট'-এর আলোকে প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় কিনা ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। 'অগ্রগতির মূলকথা নারী-পুরুষ সমতা'-কে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্য হিসেবে স্থির করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। প্রতি বছরের মত এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালী করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উৎযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালী, আয়োজনে এলজিইডি,বান্দরবান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপনে এলজিইডি'র অধীন বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি হতে সুফল প্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন এমন দুঃস্থ নারীদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর দিক নির্দেশনায় সদর দপ্তর পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেন্ডার কার্যক্রমে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান

এলজিইডি'র তিনটি সেক্টর অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত মোট ১১০জন আত্মনির্ভরশীল নারীর দাখিলকৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতি সেক্টর থেকে ৩জন করে মোট ৯জন সফল নারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা এবং ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচনের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এবারে প্রকল্প ভিত্তিক জেন্ডার কার্যক্রমে সফল ১টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি ইউনিয়ন পরিষদকে নির্বাচিত করে তাদেরকে ১৪ মে ২০১৪ তারিখে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা হিসাবে ১০ হাজার টাকা, সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট প্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীদের সেক্টর ভিত্তিক তালিকা নিচে প্রদর্শিত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম	প্রথম	দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি
২	মাহিনুর বেগম	দ্বিতীয়	গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি
৩	সন্ধ্যা রানী	তৃতীয়	আদিতমারী, লালমনিরহাট	আরআইআইপি-২

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১	মধুরা দ্রং	প্রথম	ধোবাউরা, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২	জরিনা আক্তার	দ্বিতীয়	ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)
৩	শ্রীমতি সুদেবী মন্ডল	তৃতীয়	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডব্লিউআরডিপি (জাইকা)

নগর উন্নয়ন সেক্টর

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ রুখসানা পারভীন	প্রথম	বগুড়া	ইউপিপিআরপি
২	মোছাঃ সাহেরা বানু	দ্বিতীয়	পাবনা	ইউজিআইআইপি-২
৩	ইতি রাণী শীল	তৃতীয়	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ইউজিআইআইপি-২

সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার জেন্ডার কার্যক্রমে সফল হিসেবে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রাপ্তদের তালিকা নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম	সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা
১	ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২	মেয়র মোঃ আশরাফুল আলম লিটন	বেনাপোল পৌরসভা

ইউনিয়ন পরিষদের জেন্ডার কার্যক্রমে সফল হিসেবে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রাপ্তদের তালিকাও নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	উপজেলা ও জেলা
১	চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নওফেল আলী মন্ডল	কুসুমবা ইউনিয়ন পরিষদ	মান্দা, নওগাঁ
২	চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আহমেদ সরকার	ঋষিকুল ইউনিয়ন পরিষদ	গোদাগাড়ী, রাজশাহী

১৪ মে ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র বিভিন্ন সেক্টরে সফল আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মাননা প্রাপ্ত প্রথম তিনজন আত্মনির্ভরশীল নারী এবং দু'টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে তাদের সাফল্যের অতিরিক্ত স্বীকৃতিস্বরূপ অতি সত্বর বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ঘোষণা এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদান করেন।

কাইজেন কার্যক্রম

"কাইজেন" একটি জাপানী শব্দ যার বাংলা মর্মার্থ "অব্যাহত উন্নয়ন" । নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অতি উচ্চপর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকেই নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে এবং প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে "কাইজেন" ।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC) ও জাইকা'র যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে । প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মান উন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা । স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ৬টি জেলার ২২টি উপজেলায় চলমান । উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত একটি ৭ সদস্যবিশিষ্ট Work Improvement Team (WIT) একটি ক্ষুদ্র উন্নয়ন ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে । ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রমে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা একেবারেই কম ।

"কাইজেন" প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো- (১) ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, (২) কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং (৩) সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত পাওয়া যায় । জাইকা'র সহায়তায় পরিচালিত সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের (CGP) অধীনে ৫টি সিটি কর্পোরেশনে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) সেবার মান বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি "কাইজেন" কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে । টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করছেন ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা

২৬ মার্চ ২০১৪ মহান স্বাধীনতা দিবসে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে তেজগাঁও জাতীয় প্যারেড ময়দানে একসুরে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮১ কণ্ঠ গেয়ে ওঠে "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও সংসদ সদস্য এবং সরকারের অন্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে ৪৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস বুধবারে বাংলাদেশ উঠে গেল নতুন এক মর্যাদার উচ্চ শিখরে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা "লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা" আয়োজনের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য ছাপিয়ে গেছে, নতুন মাত্রা পেয়েছে বিশ্ব রেকর্ডের খাতায় বাংলাদেশের নাম ওঠার মাধ্যমে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিবহন সংশ্লিষ্টসহ সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশ নেন। এই ঐতিহাসিক মূহুর্তের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করে এলজিইডি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আইডিবি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের সাথে সুর মিলিয়ে এতে অংশ নেন।

২৬ মার্চ ২০১৪ মহান স্বাধীনতা দিবসে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ জেলায় চিলা নদীর উপর ১০০ মিটার দীর্ঘ এবং দয়াকান্দা খালের উপর ৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলায় চিলা নদীর উপর ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতু ও দয়াকান্দা খালের উপর ৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। সেতু দু'টি এলজিইডি নির্মাণ করেছে। চিলা নদীর উপর ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে ২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ৪টি গ্রামের মানুষ এ সেতু থেকে উপকৃত হবে। দয়াকান্দা খালের উপর সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় ২.৩৪ কোটি টাকা। এ সেতুটি নির্মাণের ফলে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার জনগণ উপকৃত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিলেট জেলায় সুরমা নদীর উপর ২৯৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন এবং পিয়াইন নদীর উপর ৩৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সিলেট জেলায় সুরমা নদীর উপর একটি ২৯৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজের শুভ উদ্বোধন ও পিয়াইন নদীর উপর একটি ৩৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সুরমা নদীর উপর ২৯৪ মিটার দীর্ঘ সেতুটি ৩৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এলজিইডি নির্মাণ করেছে। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট-রাজনগর বাজার সড়কে পিয়াইন নদীর উপর সেতুটি ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এলজিইডি নির্মাণ করবে। এ সেতুটি নির্মিত হলে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট ও সদর উপজেলার সাথে জাফলং এর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর পাইলিং ঘাটে একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ সেতু ও ডাফলাপাড়া ঘাটে একটি ৫৬০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর পাইলিং ঘাটে একটি পিসি গার্ডার সেতু ও ডাফলাপাড়া ঘাটে অপর একটি পিসি গার্ডার সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রত্যেকটি সেতুই ৫৬০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট। পাইলিং ঘাটে সেতুটি নির্মাণে আনুমানিক ৯৯.৭৩ কোটি টাকা এবং ডাফলাপাড়া ঘাটে সেতুটি নির্মাণে আনুমানিক ১০৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সেতু দু'টি নির্মিত হলে জামালপুর ও শেরপুর জেলাসহ দেশের উত্তর-পূর্বের কয়েকটি জেলার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পটুয়াখালী জেলায় বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর একটি ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম পিসি গার্ডার সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণে আনুমানিক ১২৫.৪১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সেতুটি কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৭০০ বর্গফুটের সম্প্রসারিত উপজেলা পরিষদ ভবনসহ ৪০০০ বর্গফুটের ১টি হলরুম নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার আনুমানিক ৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার সেতু ও সাঘাটা উপজেলাধীন কাঁটাখালী নদীর উপর ৩৬০ মিটার দীর্ঘ অপর একটি পিসি গার্ডার সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার সেতু ও সাঘাটা উপজেলাধীন কাঁটাখালী নদীর উপর একটি ৩৬০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ৬৩০ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মিত হলে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ ও সাদুল্যাপুর উপজেলা এবং কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, উলিপুর, রাজারহাট ও সদর উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় ১৬ লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবে। সাঘাটা উপজেলাধীন বোনার পাড়া ইউপি হেডকোয়ার্টার রামনগর বাজার রাস্তায় কাঁটাখালী নদীর উপর ৩৬০ মিটার সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ২৮.৪৫ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মাণের পর সাঘাটা উপজেলার সাথে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মধ্যে দিয়ে ঢাকা হতে বগুড়া হাইওয়ে সড়কে সংযোগ স্থাপিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট রাজশাহী'র ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট রাজশাহী'র ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৪ কোটি টাকা প্রাক্কালিত ব্যয়ের এই প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর পারুলিয়া সড়কে খিরু নদীর উপর ১০০ মিটার ব্রিজ, ৪৫মিটার সেতুসহ লতিফপুর ভাওয়াল মির্জাপুর জিসি সড়ক কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন এবং কালিয়াকৈর উপজেলাধীন নবনির্মিত ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে নির্মিত শ্রীফলতলি ও হবুয়ার চালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, খিরু নদীর উপর ১০০ মিটার ব্রিজ এবং লতিফপুর-ভাওয়াল-মির্জাপুর জিসি সড়ক উদ্বোধন করেন। শ্রীপুর উপজেলার খিরু নদীর উপর ১০০ মিটার আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণে ৩.১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। উক্ত সেতু নির্মাণের ফলে ১.৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। কালিয়াকৈর উপজেলার ৪৫ মিটার ব্রিজসহ লতিফপুর-ভাওয়াল মির্জাপুর জিসি সড়ক উন্নয়নে ব্যয় হয় ৭.৬৩ কোটি টাকা। সড়কটি নির্মাণের ফলে এলকার ৩.০০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কালিয়াকৈর উপজেলার শ্রীফলতলি ও হবুয়ার চালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ৬৮.১৪ লক্ষ টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের শুভ উদ্বোধন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের উদ্বোধন করেন। ৩৬,০০০ বর্গফুটের টুঙ্গীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্সে উপজেলা পরিষদ ভবন ছাড়াও ৪,০০০ বর্গফুটের হলরুম, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউএনও এর বাসস্থান, ডরমিটরী ভবন ইত্যাদির সংস্থান আছে। টুঙ্গীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স এর নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় ২৩.৯১ কোটি টাকা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক MGSP প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে ১৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এলজিইডি'র মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর শুভ-সূচনা সংক্রান্ত দু'দিন ব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর Christine E. Kimes। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার উন্নয়ন।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক CCRIP প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শাহজাহান খান প্রধান অতিথি হিসেবে ১৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এলজিইডি'র কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি) এর শুভ-সূচনা সংক্রান্ত দিনব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকার, ইফাদ, এডিপি এবং কেএফডব্লিউ-এর আর্থিক সহায়তায় 'সিসিআরআইপি' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৪.১০ কোটি টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর।

২১ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে Climate Change Adaptation Pilot Project বাস্তবায়নের জন্য ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৪.১০ কোটি টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে ডেনমার্ক দূতাবাসের Charged'Affairs, Mr. Morgen Strunge Larsen এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব নূরজাহান বেগম চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H. E. Hanne Fugl Eskjaer ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনের সময় ঢাকাস্থ ডেনিস দূতাবাসের প্রধান সমন্বয়কারী Mr. Mogens S. Larsen এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সম্প্রতি সমাপ্ত RRMAIDP প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহযোগীর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও স্থায়ী সম্পদের তালিকা হস্তান্তর ও গ্রহণ করতে ছবিতে দেখা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব ইফতেখার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান এবং ডেনিস দূতাবাসের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব হারুন-উর-রশিদ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এলজিইডিতে দোয়া-মাহফিল

১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে ৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডির অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে Annual Performance Recognition Award প্রাপ্তি

৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে ঢাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক Annual Performance Recognition Award ২০১৩ ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করেন এডিবি'র বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের অফিসার ইনচার্জ Mr. Stefan Ekelund। পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে এলজিইডি'র UGIIP-II প্রকল্পটি একটি। প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ইফাদ প্রবর্তিত জেন্ডার এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পেলো সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

প্রথম বারের মত ইফাদ প্রবর্তিত জেন্ডার এ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পেলো সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। ইফাদ কাজ করছে এমন পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিটিতে লিঙ্গ অসমতা মোকাবিলার জন্য ক্রিয়াশীল উদ্ভাবনী কোন কর্মসূচি বা প্রকল্পকে স্বীকৃতি হিসাবে 'ইফাদ' এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ এই দুর্লভ স্বীকৃতি অর্জন করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে 'এসসিবিআরএমপি'। ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে রোমে অবস্থিত ইফাদ হেড কোয়ার্টারে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং এসসিবিআরএমপি'র প্রকল্প পরিচালক জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন 'ইফাদ'-এর এ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কেভিন ক্লিয়েভার এর হাত থেকে এই এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে 'এসসিবিআরএমপি' প্রকল্পটি চলতি বছরের একমাত্র প্রকল্প হিসেবে জেন্ডার এওয়ার্ড অর্জন করে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং এসসিবিআরএমপি'র প্রকল্প পরিচালক জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন 'ইফাদ'-এর এসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট, জনাব কেভিন ক্লিয়েভার এর নিকট থেকে জেন্ডার এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন - ২৫ নভেম্বর,২০১৩ ইফাদ হেড কোয়ার্টার, রোম, ইটালী।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

১) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ।

ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।

ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৩) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।

ফোন ঃ ৯১১৯৮৪৩; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৪) জনাব সালমা শহীদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।

ফোন ঃ ৯১২৬৫৬৮; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা ।

মুদ্রণে : অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪